CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 September 2021 ■ আগরতলা ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ২২ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারতীয় শিক্ষকদের কাছে শিক্ষকতা পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। ভারতীয় শিক্ষকদের কাছে শিক্ষকতা মানবিক অনুভূতি, একটি পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব। এ জন্যই আমাদের দেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পেশাদার সম্পর্ক তৈরি হয় না, বরং পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি হয়। মঙ্গলবার শিক্ষক পর্বের উদ্বোধনী সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে, শিক্ষক পর্বের উদ্বোধনী সম্মেলনে এডুকেশন সেক্টরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের শুভসূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সম্মেলনে মোদী বলেছেন, 'যে সমস্ত উদ্যোগের সূচনা হল মঙ্গলবার, তা ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রকে নতুন রূপ প্রদান করবে। উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি হল স্কুলের গুণমান মূল্যায়ন ও প্রতিশ্রুতি, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র শিক্ষাকে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে না, বরং ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করবে।'

গত রবিবার শিক্ষক দিবসে ৪৪ জন শিক্ষককে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। মঙ্গলবার শিক্ষক পর্বের উদ্বোধনী সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা কঠিন পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষার জন্য, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য যে কাজ করেছেন, তা অতুলনীয়। আপনাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।' প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'শিক্ষা শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়, বরং ন্যায়সঙ্গতও হওয়া উচিত। কোনও দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। কথা বলার বই ও অডিও বুক এখন শিক্ষাব্যবস্থার অংশ। ভারতীয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য একটি অভিধান তৈরি করা হয়েছে। দেশে এই প্রথমবার, ভারতীয় সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বর্তমানে দেশে পরিবর্তনের বাতাবরণ রয়েছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনলাইনে ডিএলএড পরীক্ষার দাবিতে

শিক্ষা ভবনে বিদ্যার্থী পরিষদের ধরনায় দক্ষযজ্ঞ, পুলিশের লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ডিএলএড পরীক্ষা অনলাইনে আয়োজনের দাবিতে আগরতলায় আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর ধরনা কর্মসূচি সকাল গড়িয়ে বিকেল হতেই কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পুলিশ তাঁদের আন্দোলন প্রতিহত করতে লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়েছে। এতে বিদ্যার্থী পরিষদের কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার রাতে জরুরি সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা এনসি শর্মা বলেন, আগামীকাল ডিএলএড পরীক্ষা অনলাইনে নেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা তাতে সম্মত না হয়ে শিক্ষা ভবন অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং শিক্ষা ভবনকে অবরোধ মুক্ত করার জন্য পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তা চাঁদনী চন্দনের কথায়, পুলিশের মৃদু লাঠিচার্জে কেউ তেমন আঘাত পাননি। এদিকে বিদ্যার্থী পরিষদের সংগঠনমন্ত্রী (সাংগঠনিক সম্পাদক) রূপম দত্তের দাবি, পুলিশের মারে প্রায় ২৫ জন আহত হয়েছেন। আজকের অনভিপ্রেত এই ঘটনার জন্য পুলিশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী।

প্রসঙ্গত, ডিএলএড পরীক্ষা অনলাইনে আয়োজনের জন্য ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানাচ্ছেন। এ-বিষয়ে তাঁরা উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা, শিক্ষাসচিব এবং শিক্ষামন্ত্রীর সহযোগিতা চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরীক্ষা অনলাইনে নেওয়ার বিষয়ে সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। তাই, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফে গত শুক্রবার অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সোমবার বিকেলের মধ্যে এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়া হলে তাঁরা আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। সে মোতাবেক মঙ্গলবার সকাল থেকে বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্বে ডিএলএড পরীক্ষার্থীরা শিক্ষা ভবনের সামনে ধরনায় বসেন।

বিদ্যার্থী পরিষদের সংগঠনমন্ত্রী রূপম দত্তের কথায়, ত্রিপুরা সরকার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কারণ, অন্যান্য পরীক্ষা অনলাইনে নেওয়া সম্ভব হলে ডিএলএড-এর ক্ষেত্রে অসুবিধা কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, ডিএলএড পরীক্ষার্থীরা সময়মতো পরীক্ষা দিতে না পারলে ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন না। ফলে, অতি সত্বর তাঁদের অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া খুবই প্রয়োজন। আজ তাঁরা দিনভর শিক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ায় আসক্ত স্বামী স্ত্রী ও পুত্র সন্তানকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় গার্হস্থ্য হিংসায় মা ও ছেলে হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ধলাই জেলার কমলপুরে স্ত্রী এবং পুত্র সন্তানকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে স্বামী। অভিযুক্ত বিকাশ দেবনাথ বর্তমানে পলাতক। তার স্ত্রী সীতা দেবনাথ ও পুত্র সন্তান আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিকাশ দেবনাথ পেশায় টিএসআর জওয়ান। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদকে ঘিরে সংসারে ভীষণ অশান্তি ছিল। কারণ, বিকাশ পরকীয়ায় আসক্ত বলে অভিযোগ তাঁর স্ত্রীর। তাই বিষয়টি টিএসআর কর্তৃপক্ষের নজরে নেওয়া হলে স্ত্রীর আবেদনে বিকাশের বেতনের অর্ধেক তাঁকে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে বিকাশের স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে ভাইয়ের সাথে থাকেন। গতকাল রাতে ঘরে ঢুকে স্ত্রী ও সন্তানকে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে টিএসআর জওয়ান বিকাশ। মহিলার ভাই একই ঘরে ছিলেন। তাই তিনি তাঁদের বাঁচাতে এগিয়ে যান। তখন বিকাশ সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

রক্তাক্ত অবস্থায় মা ও ছেলেকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়। কিন্তু তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসকরা দুজনকেই জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। বর্তমানে হাসপাতালে তারা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। পুলিশ ওই ঘটনায় মামলা নিয়েছে। অভিযুক্ত পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অটো ও বিএসএফের লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে বিশালগড়ে নিহত এক, আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ সেপ্টেম্বর।। লরি ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে হতাহত চারজন। এর মধ্যে নিহত একজন। আহত হয়েছে তিনজন। তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশংকাজনক। নিহত ব্যাক্তির বাড়ি বিশালগড় নোয়াপাড়ার দাসপাড়ায়। তার নাম রাজকুমার দাস। আহতরা হলেন ঝরনা দেব (৬০), রাসেল মিয়া(২৬) এবং চালক ইয়াকুব খান (৪২)। মঙ্গলবার বিকেলে বিশালগড় থানার অন্তর্গত লস্কর চৌমুহনীস্থিত বিশালগড় বক্সনগর রাস্তায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের খবরে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পৌঁছে দেয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের মধ্যে রাজকুমার দাস কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এবং বাকি তিনজনকে তড়িঘড়ি রেফার করেন আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে। অপরদিকে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে এনেছেন। স্থানীয়দের মতে বিএসএফের লরিটি বেপরোয়া গতিতে থাকায় এই মারাত্মক ঘটনা।

আগরতলা ও সেকেন্দ্রাবাদের মধ্যে সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা সম্প্রসারিত

পুনরায় চালু শিলচর-ভৈরবী প্যাসেঞ্জার স্পেশাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আগরতলা ও সেকেন্দ্রাবাদের মধ্যে সাপ্তাহিক স্পেশালের পরিষেবা বিদ্যমান পথ, সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে আরও তিনটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্থানীয় যাত্রীদের সুবিধার জন্য এ সপ্তাহ থেকে শিলচর ও ভৈরবীর মধ্যে প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক গুনিত কৌর জানিয়েছেন, ট্রেন নম্বর ০৭০৩০/০৭০২৯ সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ সাপ্তাহিক স্পেশালের পরিষেবা আরও তিনটি ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেনটি সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ১৩, ২০ এবং ২৭ সেপ্টেম্বর রওয়ানা দেবে এবং আগরতলা থেকে ১৭, ২০ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর রওনা দেবে।

তেমনি, ট্রেন নম্বর ০৫৫৬৭/০৫৫৬৮ শিলচর-ভৈরবী-শিলচর প্যাসেঞ্জার স্পেশালের পরিষেবা দ্বি-সাপ্তাহিক হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে পুনরায় চালু করা হচ্ছে। ট্রেনটি শিলচর থেকে প্রত্যেক মঙ্গল ও শুক্রবার ১৬:৫৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ২১:০০ ঘণ্টায় ভৈরবী পৌঁছবে এবং ভৈরবী থেকে প্রত্যেক বুধ ও শনিবার ০৫:৩০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে ০৯:২০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ থাকবে। যাত্রা করার আগে যাত্রীদের বিস্তারিত তথ্য দেখার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। সাথে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সৎ শাশুড়ির সঙ্গে স্বামীর পরকীয়া প্রেমে বাধা দেওয়ায় আক্রান্ত হল স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। সৎ শাশুড়ির সঙ্গে স্বামীর পরকীয়া প্রেমে বাধা দেওয়ায় আক্রান্ত হল স্ত্রী।ঘটনা উদয়পুর মহকুমার পিএ ফাঁড়ি অন্তর্গত ফোটামাটি এলাকায়। স্বামীর অবৈধ সম্পর্কে বাধা দেওয়ার জেরে স্বামীর হাতে রক্তাক্ত এক গৃহবধূ। ঘটনা উদয়পুর মহকুমার পিএ ফাঁড়ির অন্তর্গত ফোটামাটি এলাকায়।আহত গৃহবধূর নাম ফিরোজা বেগম(৩২)।

আহত গৃহবধূ বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধিন।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গৃহবধূর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর।। নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের।মৃত যুবকের নাম অসিত নাথ (২৭)।সে দীর্ঘদিন যাবৎ পথদুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী ছিল।ঘটনা ধর্মনগর থানাধীন কালিকাপুর এলাকায়। ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয়।সাথে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অসিত নাথ পিতা মৃত অনিল নাথ দীর্ঘ ৪ মাস পূর্বে দেওয়ানপাশা এলাকায় বাইক দুর্ঘটনা সংঘটিত করে। নিজের বাইক নিয়ে ধর্মনগর কৈলাশহর সড়কের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসক দলের উপ-প্রধানের ছেলে প্রতারণা করতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় থানার অন্তর্গত তেবারিয়া এলাকায় শাসক দলের উপ-প্রধানের ছেলে প্রতারণা করতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে আটক। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে টাকা পয়সা আদায় করতে গিয়ে এবার হাতেনাতে ধরা পড়লো এক নেতা পুত্র।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার বেলা দেড়টা নাগাদ বিশালগড় থানার অন্তর্গত তেবারিয়া এলাকায় ওই যুবক বাড়ি বাড়ি একটি দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে মেয়ে বিয়ের সাহায্য তোলার নাম করে এলাকাবাসীর কাছ থেকে টাকা আদায় করছিল। এমন সময় এলাকার জনগণের সন্দেহ হয়। যুবককে আটক করলে তার কথায় অসংলগ্নতা পাওয়ায় উত্তম-মধ্যম দেয় এলাকাবাসী।

এরপর পুলিশের হাতে তুলে দেয়। জানা যায় ওই যুবকের নাম অনিমেষ চৌধুরী পিতা নিত্যানন্দ চৌধুরী।শাসক দলের বিজেপির উপপ্রধান।বাড়ি জাঙ্গালিয়া এলাকায়। এই ছেলে তার বাবার পদের পরিচয় দিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। বিশালগড় নবনির্মিত বাইপাস এলাকায় ছিনতাইয়ের সঙ্গে সে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ বহুবার আটক করলেও শাসক দলের নেতার পুত্র হওয়ায় পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি এই উপপ্রধানের ছেলের বিরুদ্ধে।

আজ জনগণের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেবার সময় বিশালগড় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে ধৃত তৃণমূল নেত্রী পান্না দেবের জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে ধৃত তৃণমূল নেত্রী পান্না দেবকে আদালত ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। আজ মঙ্গলবার তাঁকে তিনদিনের রিমান্ড শেষে আদালতে সোপর্দ করেছিল পুলিশ।

এ-বিষয়ে এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর বলেন, ইন্দ্রনগরের বাসিন্দা রাজশ্রী দেব গত ২ সেপ্টেম্বর আত্মহত্যা করেছিলেন। পুলিশ মৃতার কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করে। তাতে আত্মহত্যার জন্য ওই যুবতী তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী পান্না দেবকে দায়ী করেছেন রাজশ্রী। অভিযুক্ত পান্না দেব সম্পর্কে মৃতার পিসি।

বিদ্যুৎ সূত্রধর বলেন, পুলিশ ওই আত্মহত্যার ঘটনায় চার সেপ্টেম্বর ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৬ ও ৩৪ ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল। প্রাপ্ত সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে অভিযুক্ত পান্না দেবকে পুলিশ গত ৫ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করেছিল। তাঁকে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ড চেয়েছিল পুলিশ। আজ তাঁর তিনদিনের রিমান্ড শেষে পুনরায় আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

তিনি বলেন, পুলিশ আজ আদালতে পান্না দেবের জেল হেফাজতের আবেদন জানিয়েছিল। আদালত তাঁকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংবাদ মাধ্যমের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞাপন বন্টন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগে উত্তাল সভা, ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস তথ্য মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। দায়িত্ব পেয়েই তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমের অভাব-অভিযোগ নিয়ে মত বিনিময় সভা করেন। এত ক্ষোভ, যন্ত্রণার প্রকাশ দেখে তথ্য মন্ত্রী কতখানি অভিজ্ঞতা লব্ধ হতে পেরেছেন, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে, ক্ষোভের আগুন এরকমভাবে ইতিপূর্বে কোন মত বিনিময় সভায় দেখা যায়নি। উপস্থিত সাংবাদিকরা তাঁদের তথ্যভিত্তিক বক্তব্য রেখেছেন। মন্ত্রী কথা দিয়েছেন, এ-সম্পর্কে পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেবেন এবং তিনমাসে অন্তত এমনই মত বিনিময় সভার আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই সভা থেকে যে নির্যাস বেরিয়ে এসেছে, তাতে মনে হচ্ছে, সরকার ও সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

একথা স্বীকার্য যে, এরাজ্যের সংবাদ মাধ্যম বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে চলছে। সুষ্ঠ বিজ্ঞাপন নীতির দাবিও উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চরম ব্যস্ততার কারণে তথ্য দফতর তরুণ তুর্কি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়েছেন।

সভায় আলোচনা করতে গিয়ে ভূপেন চন্দ্র দত্ত ভৌমিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল কর্মরত সাংবাদিকদের এক্রিডিটেশন কার্ড প্রদানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা সম্পর্কে দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার রাজ্য প্রতিনিধি জয়ন্ত ভট্টাচার্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রেস রিলিজের গুণমান বৃদ্ধি এবং ইংরেজি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। সেই সাথে প্রেস রিলিজগুলি দ্রুত আপলোড করার জন্য প্রস্তাব রাখেন। যানবাহনে প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার বন্ধ করা নিয়েও পরামর্শ দেন তিনি।

সভায় ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস মজুমদার বলেন, এই মতবিনিময় সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। বর্তমানে প্রেস রিলিজের গুণমান অনেকটাই বেড়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সংবাদ বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মরত সাংবাদিকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার উপরে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া সাংবাদিকদের পেশাগত মানোন্নয়নে সময়ে সময়ে কর্মশালা করতে প্রস্তাব রাখেন তিনি। সাথে সুষ্ঠ বিজ্ঞাপন নীতি প্রণয়নে তথ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। তাতে, বিজ্ঞাপন বৈষম্য দূর করা সহ সাংবাদিকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক ঐক্য

অসমে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের স্বপ্ন ফেরি প্রদ্যুৎ কিশোরের

গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। জনজাতি ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দেওয়াই যখন লক্ষ্য, তখন গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের চেয়ে বড় স্বপ্নের জুড়ি মেলা ভার। তাই গুয়াহাটিতে অসম জাতীয় পরিষদের কর্মী সম্মেলনে জনজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক ঐক্যের প্রশ্নে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের স্বপ্ন ফেরি করলেন ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য তথা তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তাঁর কথায়, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ত্রিপুরার বাকি অংশের জন্য মুখ্যমন্ত্রী তামিলনাড়ু কিংবা মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা হলেও আমাদের আপত্তি নেই।

প্রসঙ্গত, গুয়াহাটিতে রাজ্যের অন্যতম আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পরিষদ তাদের কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। আজকের সম্মেলনে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল অসম জাতীয় পরিষদ। মূলত, ঐক্যবদ্ধ পূর্বোত্তরের লক্ষ্যে সমস্ত আঞ্চলিক দলকে এক মঞ্চে উপস্থিত করে জনজাতি অংশের মানুষের পরিচিতি ও মর্যাদার লড়াইকে আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। সে মোতাবেক প্রদ্যুৎও আমন্ত্রিত ছিলেন।

এদিন প্রদ্যুৎ কিশোর বলেন, সংবিধানের আওতায় থেকে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড গঠন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর মতে, গত ৭০ বছরে জনজাতি অংশের মানুষ প্রচুর যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। তাতে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এনে শেষ পেড়েকটি পুঁতে দিয়েছে। তিনি বলেন, ওই আইনের বিরোধিতায় এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জির দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছি। অসম এবং ত্রিপুরার পৃথক দুটি মামলা শীর্ষ আদালতে একত্রিত করে শুনানি হবে।

প্রদ্যুতের দাবি, ২০২৬ সালে পুনরায় সীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাই আমাদের এখনই ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে জনজাতি অংশের মানুষের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রইবে না। ফলে, ত্রিপুরায় জনজাতিদের অস্তিত্ব মুছে যাবে, আশংকা প্রকাশ করে বলেন তিনি। সমস্ত আঞ্চলিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ দেববর্মন।

প্রদ্যুৎ কিশোর সাফ জানিয়েছেন, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি পূরণের লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে তবেই অন্য রাজনৈতিক দলের সাথে জোট গঠন করবে তাঁর তিপ্রা মথা। সাথে তিনি বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়ার সাথে আলোচনার বিষয়টি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, জনজাতি অংশের মানুষকে বোকা বানিয়ে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি পূরণের লিখিত প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট হবে না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩১৮ ◘ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◘ ২২ ভাদ্র ◘ বুধবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য পরিস্রুত পানীয় জল নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও প্রতিটি মানুষের জন্য পরিস্রুত পানীয় জল নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়নি স্বাধীন সার্বভৌম ভারত বর্ষ। এই লজ্জা এই ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অটল জলধারা প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকল্পে বিনে পয়সায় প্রতিটি নাগরিকের কাছে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হইয়াছে। এই প্রক্রিয়া যথারীতি শুরু হইবে তাহা সর্বত্র এখনো বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় নাই। ফলে দেশের বহু মানুষ অপরিচিত পানীয় জল পান করিয়া জলবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হইতেছে।জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার প্রকৃতির ওপর রীতিমতো মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে শুরু করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া একদিকে যেমন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ঠিক তেমনি মানুষ যাহাতে সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রকৃতির অন্যতম সৃষ্টি মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও নিজেদের চিন্তাধারাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ বিবর্তনের যুগের অনেক অগ্রসর হইয়াছে। বিবর্তনের এই অগ্রগমনকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে মানুষের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে।ভারত এমন একটা দেশ যেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদে খাদ্য,জল ইত্যাদি কোনোকিছুর অভাব নাই। সচেতনতার অভাবে ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্ম সমস্যায় পড়িতে চলিতেছে। ভারতে যেভাবে অকারণে জলের অপচয় করা হয়, এভাবে চলিতে থাকিলে সেদিন আর দূরে নাই যখন জলের জন্য গৃহ যুদ্ধ শুরু হইবে।এমনিতেই বড় বড় শহরগুলির পরিস্থিতি এমন যে পানীয় জল না কিনিলে উপায় নাই। আর বিদেশি কোম্পানিগুলি সেই সুযোগ নিয়া ব্যাপকভাবে লুট চালাইতেছে।। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের যে নদী বহিয়া চলিতেছে সেগুলিও ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস দেখিলে বোঝা যায়, সচেতনতার অভাবে ইতিমধ্যে ভারতের অনেকে নদী আজ বিলুপ্ত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার নদীগুলিকে রক্ষার জন্য বেশকিছু প্রকল্প চালু করিয়াছে। একই সাথে সরকার দেশের বড় নদীগুলিকে জুড়িয়া দিয়া সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এর জন্য সরকার ৮৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। সরকার আগের বছর থেকে এই পরিকল্পনার উপর হাত দিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকল্পকে মঞ্জুরি দিয়াছেন। সরকার বিজ্ঞানী ও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করিয়া কৃত্রিম নদী নির্মানের উপর কাজে নামিয়াছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশে সরকার এই প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু করিয়াছে।এর জন্য ৩০০০ বড় বাঁধ এবং ৩৭ প্রাকৃতিক নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করা হইবে। রিভার লিঙ্কিংয়ের ফলে জলসঙ্কট মিটাইবার সাথে সাথে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে লাভ পাওয়া যাইবে। রাজ্যগুলি এই প্রজেক্টের জন্য সহমত প্রকাশ করিয়াছে। টেকনিক্যাল কাজ শুরু হইয়াছে। দ্রুত কাজ শেষ হইয়ার কথা রহিয়াছে। যাহার পর ভারতে থাকিবে বিশ্বের সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী। উল্লেখ্য, ভারতের নদীগুলি মূলত পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে প্রবাহমান। এরফলে একদিকে পূর্বের বহু জায়গায় যেমন বন্যা দেখা যায়, তেমনি পশ্চিমের অনেক স্থানে জলসঙ্কটে খরা হয়। রিভারলিঙ্কিং এর মাধ্যমে বন্যার অতিরিক্ত জলকে খরাপ্রবন এলকায় রাখা সম্ভব হইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে সমস্যা কিছুটা হইলেও সমাধান করা সম্ভব হইবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক ভাবে যে জলধারা আমাদেরকে জল উপহার দিতেছে সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে। কেননা কৃত্তিম পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা যতই রিভার লিংক তৈরী করিবার চেষ্টা করিনা কেন বাস্তবের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহা কতখানি সার্থক রূপ লাভ করিবে তানিয়া কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে। এজন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতেই নদীগুলি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছে না। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিবার কারণে সঠিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইতেছে না। বৃষ্টিপাত কম হইলে নদী-নালা ছড়া সহ সর্বত্রই জলের পরিমাণ কম থাকে। শুধু তাই নয়, জলস্তর অনেক নিচে নামিয়া যায়। জলস্তর নিচে নামিয়ে গেলে পরিস্রুত পানীয় জলের উৎস তৈরি করা কষ্টকর হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই নির্ভর করিতেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখিতে হইলে প্রকৃতির উপর অনাচার অত্যাচার নির্যাতন কমাইতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের নিশ্চয়তা দিতে আমাদেরকে আরো সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে মৃত্যুকূলে ধাবিত হতে বাধ্য হইবে। ইহার দায় আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথায় ব্যর্থতার গ্লানি কিন্তু পিছু ছাড়িবে না।

কারনালে মিছিল থেকে আটক কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েত

চণ্ডীগড়, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পুলিশের নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে মিছিল করে গ্রেফতার কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েত। মঙ্গলবার হরিয়ানার কারনালে পুলিশের নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে জেলা প্রশাসনের অফিসের দিকে এগোন কৃষক মিছিল থেকে আটক হন রাকেশ টিকায়েত, স্বরাজ ইন্ডিয়ার প্রধান যোগেন্দ্র যাদব সহ আরও কয়েকজন নেতা।

গত ২৮ আগস্ট কারনালে কৃষকদের ওপরে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। লাঠির ঘায়ে আহত হয়েছিলেন সুশীল কাজলা নামে এক কৃষক। পরে তিনি মারা যান। পুলিশ দাবি করে, হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কৃষক মৃত্যুর বিচার চাইতেই ছিল এদিনের বিক্ষোভ মিছিল।মিছিল আটকাতে তৎপর ছিল পুলিশ-প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরের নির্বাচন কেন্দ্র কারনালে গোলমালের আশঙ্কায় আগে থেকেই ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। সোমবার রাত ১২ টা থেকে কারনাল কুরুক্ষেত্র, কাইথাল, জিন্দ এবং পানিপথে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। কারনাল শহরে ছিল ৪০ কোম্পানি নিরাপত্তারক্ষী। তাদের মধ্যে আছে ১০ কোম্পানি আধা সেনা। কারনালের ডেপুটি কমিশনার নিশান্ত কুমার যাদব শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে মিছিল এগোলে আটক করা হয় কৃষক নেতাদের। এর আগে পুলিশ ১১ জন কৃষক নেতার সঙ্গে বৈঠকে বসে। বিকাল পাঁচটা নাগাদ জানা যায়, আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। কৃষকদের মিছিল রওনা হয়েছে জেলা প্রশাসনের অফিসের দিকে। তারপরই আটক করা হয় নেতাদের।মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ স্বরাজ ইন্ডিয়ার প্রধান যোগেন্দ্র যাদব টুইট করে জানিয়েছেন, শহরের নমস্তে চৌক থেকে রাকেশ টিকায়েত ও আরও কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনিও গ্রেফতার হয়েছেন। পর যোগেন্দ্র যাদব ফের টুইট করে জানান, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষক মিছিলেরও ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন যোগেন্দ্র যাদব। তাতে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক মানুষ ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন।

গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হলেন ৬০৪ জন

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা পারলো ৬০০। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হলেন ৬০৪ জন। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৬০৪ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৫৩,১৭৭। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৫২২। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৬৮৭। যার জেরে রাজ্য জুড়ে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,২৬,২৬৮। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.২৭ শতাংশ।

পারিবারিক ও মানসিক চাপে চরম পরিণতির শিকার আজকের কিশোর-কিশোরীরা

বরুণ দাস

নিবন্ধের শিরোনামে উদ্বৃত বিষয়টি হয়ত-বা নতুন নয়। সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে এমন হাড়-ডিম করা ঘটনা প্রায়শই আমাদের চোখে পড়ে। আমরা আগ্রহ-উত্তেজনার পড়ি, নিজেদের মধ্যে হয়বা কিছুটা আলোচনা করি এবং বলাবহুল ভুলেও যাই। বিশেষ গুরুত্ব দিই না। হয়তবা গুরুত্ব দেওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজনই বোধ করি না। আমাদের প্রাত্যকি যাপনের অন্যের ঘটনা বিশেষ ছাপ ফেলে না। আমরা কেমন যেন 'সহনশীল' হয়ে গিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি তাই?

আসলে যতক্ষণ না নিজের পরিবার পরিজনের মধ্যে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঢুকে পড়ে লণ্ডভণ্ড ঘটায়, ততক্ষণে আমরা 'পি-পু-ফি-শু'র মতোই পাশ ফিরে শোওয়াই শ্রেয় মনে করি। এটা যে আমাদের অণু পরিবারের মধ্যে যে কোনো সময়ই আঘাত হানতে পারে, তা ভাবি না একবারও। ঘটনাগুলি বার বার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটে না। আসলে এক প্রচণ্ড গড্ডালিকার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। সামনে পিছনে ফিরে তাকানোর ফুরসত পাই না।

অথচ আসন্ন বিপদের লক্ষণগুলি যদি ধৈর্য্য ধরে একটু বোঝার চেষ্টা করি তো বড়রকমে বিপদ থেকে হয়তবা রক্ষা করতে পারি আমাদের প্রিয়তম সন্তানসন্ততিদের। কিন্তু গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলে আমাদের সম্ভাব্য বিপদও বোঝা যায় না। বিপদ কিন্তু তার আগাম সংকেত দিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করে। আমাদেরমন মানসিকতা এতটাই ভঙ্গুর যে, তা বুঝতে পারি না। বিপদ যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে তখনই আমরা নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হই। তার আগে নয়। মাত্র চারদিনের মাথায কলকাতা মহানগর ও বর্ধমান জেলা মিলিয়ে মোট তিনটি অকালমৃত্য ঘটেছে, যা আমাদের ভাবিয়ে তোলার মতোই মারাত্মক ঘটনা। চলতি বছরের (২০১৯ এর) নভেম্বরের ১৮-২১। এই সময়ের মধ্যেই প্রায় পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনা তিনটি আমাদের মতো পাঁচ- পাবলিকের মাথায় কিম্বা মনে কোনোরকম আলোড়ন না তুললেও সমাজবিজ্ঞানীদের কিন্তু রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। তাঁরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা তো বটেই, কারণ খোঁজারও চেষ্টা করছেন।

ঘটনা এক। ১৬ নভেম্বর শনিবার ভোরে কলকাতা মহানগরের ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং কোর্সের ছাত্রী সমাপ্তি রুইদাস আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনা দুই। ১৬ নভেম্বর সোমবার দুপরে বর্ধমানের একটি নার্সিং স্কুলের ছাত্রী রিয়া দে আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনা তিনি। ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় যাদপুর এলাকার এক সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের আত্মহত্যা। ঘটনাক্রম বিচার বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা স্পটতই জানাচ্ছেন, এই তিন পড়ুয়ার মৃত্যুই আদতে এক সুতোর বাঁধা। 'এক সুতোর বাঁধা'বলতে কি?

'এক সুতোষ বাঁধা বলতে সবারই আত্মহত্যার মতো 'চরম সিদ্ধান্ত' নেওয়ার পিছনে রয়েছে পড়াশোনার চাপ। ওই পড়ুয়াদের ওপর পড়াশোনার যে চাপ ছিল তা সম্ভবত তারা কেই তা বহন (সহ) করতে পারেননি। তেমন সহ্য-ক্ষমতা তাদের হয়তবা ছিলও না। ফলে নিজেদের ওই চাপ থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি দিতে বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার পথ। আপাত দৃষ্টিতে এই চাপকে হয়তবা অনেকেই তেমন গুরুত্ব দেবেন না, কিন্তু সব চাপ যে সবাই নিতে পারেন না, তা কিন্তু প্রমাণিত সত্য।

এই কঠিন সত্যকে অস্বীকার করার মানেই ব্যস্তবতাকে অস্বীকার করা। আমরা যারা নিজেদের সাধারণ মানের বোধবৃদ্ধি দিয়ে সবকিছু গড়পরতা বিচার-বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত, তারা অনেক সময়েই অনেক ভুল করে থাকি। যদিও আমরা সে ভুল স্বীকার করতে নিতান্তই নারাজ। ফলে সংঘটিত ঘটনা থেকে আমরা প্রাসঙ্গিক শিক্ষা নিতে পারি না এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে কত বাবা-মা সকন্তানহারা হয়ে পড়েন। মারাত্মক মানসিক বিপর্যয়ের সিখারও হয়ে পড়েন তাঁরা।

বিশদে না গিয়েও বলা যায়, একদিকে পারিবারিক ও সামাজিক চাপের মুখে দাঁতে দাঁত চেপে এগনোর আপ্রাণ চেষ্টা অন্যদিকে সেই চাপের কাছে নতিস্বীকার করেও নিজের অপরাগতা মেনে নিতে না পারা। এই দুই বিপরীতমুখী চাপ বেশিদিন সহ্য করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে ঘটে অঘটন। নিজেকে চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দেওয়া। চাপের জাঁতাকলে পিষেই তাদের মনের গোপন গনে জন্মায় চূড়ান্ত অবসাদ। আর অবসাদ থেকে আসে বিষাদ এবং বিষাদ থেকে সোজা 'মুক্তি'র পথ খোঁজ।

জীবনের একেবারে খাদের সামনে পৌঁছে দেয় অসহ্য চাপ থেকে তৈরি অবসাদ এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া বিষাদ। শেষ পরিণতি গলায় দড়ি, রেললাইনে ঝাঁপ কিম্বা ঘুমের ওষুধ সেবন। অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। অপ্রিয় সত্য হল, মৃত্যুকে বেছে নেওয়ার পথ দেখায় কিন্তু তার প্রিয়জনেরাই। তারা যদি একটু বিবেকবান, একটু সহনশীন কিম্বা বাস্তব পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়ার মন মানসিকতা দেখান তো, অনেক অমূল্য জীবন অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে বদলানোর চেষ্টাই করি না।

সাংবাদসূত্রে প্রকাশ, আত্মঘাতী সমাপতি রুইদাসের সুইসাইড নোটে স্পষ্ট, জেএনএম নার্সিং পাঠক্রমে ইংরেজিতে পড়ার ধকল সইছিল না তাঁর। আক্ষেপ ছিল বাংলায় অনার্স নিয়ে কেন পড়লেন না তিনি। রিয়া দে-র সুইসাইড নোটও বলছে, নার্সিং পড়ার চাপ সহোর সীমা পেরিয়েছিল বূগোল অনার্স ছেড়ে এএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি হওয়া তরুণীর। আর নাকতলার ঘটনাটি আরো মর্মান্তিক। পুলিশ জেনেছে, বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় দাঁড়ানোর ফুটবলের উদীয়মান প্রতিভা ওই কিশোর পড়াশোনায় তেমন ভাল ছিল না।

কিন্তু সেজন্য তার ওপর বাড়ি থেকে চাপ তৈরি করা হত। আমাদের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা, খেলাধূলো কিম্বা অন্যকিছুতে যত ভালো হোক না কেন, স্কুলের পড়াশোনাটা আগে। পড়াশোনার ভালো না হলে জীবনটাই বৃথা। অতএব চাপ নিতে পারো কিম্বা না পারো পড়াশোনাটা তোমাকে চালিয়ে যেতেই হবে। এই যে অবিবেচক অভিভাবকদের খেয়াল খুশিমতো নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মূল্যবান জীবনটাকে জোর করে ঠেলে দেওয়া, এতে ছাত্রছাত্রীদের আদৌ কোনো মঙ্গল সাধিত হয় কি? কলকাতা মহানগরের মনোবিদদের ধারণা, অভিন্ন মনোবেদনাই এই তিন মৃত্যুর নেপথ্য-কারণ। ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াটি বা সংক্ষেপে আইওপি-র মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তথা ইন্ডিয়ান সাইক্রিয়াটি সোসাইটির আত্মহত্যা প্রতিরোধ শাখার আহ্বায়ক সুজিত সরখেল বলেন, আপতাদৃষ্টিতে বাড়ির লোকজন কিম্বা বন্ধুবান্ধবদের হয়ত মনে হয়নি যে, এই তিনজনের কেউ মাসিক সমস্যায় ভূগছিল। কিন্তু খুব সম্ভবত বাস্তব সেরকম নয়। আদতে ওরা প্রত্যেকই কমবেশি অবসাদের শিকার ছিল। যা কখনো চিহ্নিত হয়নি।

এখানে অবশ্যই শেয় নয়। কথাপ্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান সাইক্রিয়াটি সোসাইটির আত্মহত্যা প্রতিরোধ শাখার আহ্বায়ক সুজিত সরখেলের আরো সংযোজন, 'প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই নির্দিষ্ট ঘটনা অবসাদের চরম সীমা ও আত্মহত্যার জন্য 'ট্রিগার' হিসেবে কাজ করছে। কারো ক্ষেত্রে সেটি ইংরেজি ভাষায় পড়ার সমস্যা তো কারো ক্ষেত্রে তা নতুন কোর্সের চাপ। আবার কারো ক্ষেত্রে সেটা নিজের ক্রীড়া প্রতিভা দমিয়ে পড়াশোনার অনিচ্ছাকৃত মনোনিবেশ করানোর চাপজনিত যন্ত্রণা। এই অসহা চাপ ও যন্ত্রণাই আত্মহত্যার মূল কারণ।

সমাজবিজ্ঞানারা সবাই বলছেন, পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধূলাও কিম্বা অন্য কোনো শৈল্পিকগুণের বিরোধ অবশ্য নতুন নয়। প্রেসিডেন্সির সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রশান্ত রায় বলেন, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য পড়াশোনাই হল সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। তাই সব বাবা-মায়েরাই চান, সন্তান আর যাই হোক, পড়াশোনাটা যেন মন দিয়ে করে। অন্য কিছু তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। তাঁর অভিজ্ঞতা, অনেক সময়ে সব জেনেবুঝেও সন্তানের অন্যধারার প্রতিভাকে অভিভাবকেরা অস্বীকার করেন।

অভিভাবকদের প্রতি সতর্কতা জারি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। বিপদের লক্ষণগুলি দেখলেই কালবিলম্ব না করে যাতে সতর্ক হতে পারেন তাঁরা। কি সেই লক্ষণগুলি? একবার চোখ বুঝিয়ে নেওয়া যাক। এক আচমকা নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। দুই, ঘুম ও খিদে অস্বাভাবিক বেড়ে বা কমে যাওয়া। তিন, নেশা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়া। চার শান্ত ব্যক্তির বেপরোয়া ও খিঁটখিঁটে হয়ে পড়া বা উল্টোটা। পাঁচ সব ব্যাপারে উদাসীন ও অনাগ্রীহ হয়ে পড়া। ছয় চোখে, চোখ না রেখে কথা বলা। সাত, সাধারণ প্রশ্নেও নিরুত্তর থাকা। আট, যে কোনো ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখানো। যেমন দরজা বন্ধ বা জিনিসপত্র ভাঙচুর কিম্বা নিজের শারীরিক ক্ষতি, এমনকি খাওয়াদাওয়া বন্ধ। নয় বইপত্র বা ইন্টারেনেট মৃত্যু সম্পর্কিত ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে পড়া।

মোটামুটি এইসব লক্ষম দেখা দিলে আর দেরি না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া। ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা বা কাউন্সেলিং শুরু করলে রোগী তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে নিশ্চিত। আর দেরি করে জটিলতা বাড়বে বৈকি কমবে না। তাতে সময়ও লাগবে অনেক বেশ একথা বলাই বাহুল্য।

এখানে উল্লেখ্য, দেহের যে কোনো রকম অসুখ হলে আমরা দ্রুত চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাই। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নানবিধ পরীক্ষানিরক্ষা করিয়ে ওষুধপত্র খাই। কিন্তু মনের অসুখ হলে চিকিৎসা এড়িয়ে চলার প্রবণতা আমাদের দেশে বেশি। দেহের মতো মনেরও সে অসুখ হতে পারে এবং তার চিকিৎসাও যে প্রয়োজন, ঢিলেমি দিলে তা আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে, তা কোনোভাবেই মানতে নারাজ। এই সাবেকি মন মানসিকতার বদল প্রয়োজন। তা না হলে সুস্থ নাগরিক ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে কীভাবে?

একই সঙ্গে যে কোনো কোর্সেই পড়াশোনা অর্থাৎ পাঠ্যসূচির ভার বিজ্ঞানসম্মতভাবেই কিছুটা হালকা করার প্রয়োজন আছে। পাশাপাশি এখনকার অভিভাবকদেরও বোঝা দরকার, তাদের সন্তানসন্ততিরা কতটা ভার বহনে সক্ষম। শিখার্থীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। বহনের অযোগ্য কোর্সের বোঝা আর অভিভাবকদের ভূলে তাজা প্রাণগুলি অকালে যাবে এটা কোনাভাবেই কাম্য নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন, একটাই আমাদের আর করে শিক্ষা হবে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> এখানে উল্লেখ্য, দেহের যে কোনো রকম অসুখ হলে আমরা দ্রুত চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাই। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নানবিধ পরীক্ষানিরক্ষা করিয়ে ওষুধপত্র খাই। কিন্তু মনের অসুখ হলে চিকিৎসা এড়িয়ে চলার প্রবণতা আমাদের দেশে বেশি। দেহের মতো মনেরও সে অসুখ হতে পারে এবং তার চিকিৎসাও যে প্রয়োজন, ঢিলেমি দিলে তা আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে, তা কোনোভাবেই মানতে নারাজ। এই সাবেকি মন মানসিকতার বদল প্রয়োজন। তা না হলে সুস্থ নাগরিক ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে কীভাবে?

প্রবীণদের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন

ডা. প্রকাশ মল্লিক

বার্ধক্য কোও রোগ বা অসুস্থতা নয়, জীবনের সর্বশেষ পর্যায় যা অবধারিত এবং অলঙঘনীয়। জীবনভর আমরা কেউই বুড়ো হতে চাই না, বয়সের ছাপ দেখাতে চাই না, বরং নানা প্রসাধনীর আড়ালে চেহারায় জৌলুস আনতে কার্পণ্য করি না। কিন্তু বার্ধক্য বড়উ নিষ্ঠুর। আমাদের সব উদীয়মান চিন্তাভাবনা তছনছ করে দেহে-মনে সমাজ-সংস্কারে, রাষ্ট্রে-বিশ্বে সুকরুণভাবে বার্ধক্য তার নির্মম ও সরব উপস্থিতি তুলে ধরে। ১৯২১ সালের ২০ বছরের গড় আয়ুধারী রঙ্গবাসী এখন এই ভারতে প্রায় ৭০-৮০ বছর অবধি দিব্যি বেঁচে থাকছেন। দুঃখজনক ঘটনা হল, প্রবীণরা আজ ভালো নেই। তাদের অনেকেই নিজেদের বাড়িতে বা পরিবারের নানা ধরনের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হয়ে শারীরিক ও আবেগীয় নানা সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছেন। প্রবীণদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তাদের প্রতি দুর্ববহার ও নির্যাতনের মাত্রাও যেন বেড়ে চলেছে। এ বিষয়ে প্রয়োজন সবার সক্রিয় নজরদারি। অবাক ব্যাপার হল, প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে হামেশা সংগঠিত হওয়া এ ধরনের অবহেলা নিপীড়ন বা বিকৃত আচরণকে সমাজের সবাই মামুলি গুরুত্বহীন ব্যক্তিগত এবং এমনকী নিয়মিত স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করে থাকে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষে এসেও বিশ্ব সমাজে মানুষ যেন শান্তিতে নেইষ স্বস্তিতে নেই, সরক্ষায় নেই। বিশ্বাসীর গৌরবোজ্জ্বল পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে, বিশ্বস্ততা, অধিকার, পরম সহিষুণ্তা,ধৈর্য-সহ্য ইত্যাদি মানবিক গুণ ক্রমে যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের কথা উচ্চারণ করলেও লিঙ্গ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, প্রবিন্ধকতা, অবস্থান ইত্যাদি যেন সদা সর্বত্র ক্ষমতাবানের বিবেচ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, দুঃস্থ নারী ও শিশু, সংখ্যালঘু আর হতদরিদ্ররা ক্রমেই ভীষণ অসহায় এবং অতি ঝুঁকিতে পতিত হচ্ছেন। অবস্থার উন্নয়নে সুদীর্ঘ দিনের নির্মোহ অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রবীণরাই আমাদের পথের দিশা দেখাতে পারেন। সংগত যুক্তিতে বলা হয়, 'প্রবীণের যুক্তি আর নবীনের শক্তি, এই দুয়ে মিলে সমাজের মুক্তি'। প্রবীণদের চ্যালেঞ্জগুএলা মূলত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট র্কসংস্থান ও আয়-উপার্জন সংক্রান্ত, সমবয়সীদের সাহচর্য বিষয়ক এবং পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক। প্রসঙ্গত জাতিসংঘ বলছে, কাউকে পিছনে ফেলে রেখে নয় বরং সবাইকে নিয়েই বিশ্বসমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। প্রবীণদের আছে গৌরবোজ্জল অভিজ্ঞতা দক্ষতা, নৈপূণ্য আর লাগসই সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্মোহ সামর্থ্য। প্রাবীণরে এসব মেধা এবং সম্পদ কাজে লাগিয়ে সবার জন্য মর্যাদা আর অধিকারভিত্তিক, সমাজ গড়তে পারলে আমরাই উপকৃত হব। ভারতের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এর নির্দয় প্রভাবে প্রবীণ-প্রবীণারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্তত হচ্ছেন। গ্রামীণ ও নিম্নবিত্ত পরিবারে এদের অনেকেই আজ ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে গোয়ালঘরে এবং সবেশেষে রাস্তায় অপসারিত হচ্ছেন। সচ্ছল ও ধনী প্রবীণরা সামাজিক নিরাপত্তা এবং বিশ্বস্ত সেবাকর্মী ও অত্যাবশ্যক সেবা সরবরাহের অনিশ্চয়তায় চরম বিড়ম্বনার মুখোমুখি হচ্ছেন। ধনী পরিবারের প্রবীণজনদের ভোগান্তি জটিলাকার ধরণ করবে। তাই পরবর্তী ৫০-১০০ বছরের অবস্থা মাথায় রেখে আগামীর বিরাট সংখ্যক প্রবীণদের জন্য স্বস্তিময় এবং আরামদায়ক আধুনিক আবাসন গড়ে তোলার দূরদর্শী উদ্যোগ নিতে হবে। বার্ধক্য মোকাবিলায় সরকারি উদ্যোগে নিতে হবে। বার্ধক্য মেকাবিলায় সরকারি উদ্যোগে নাগরিকদেরও এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি পৃষ্ঠাপোশকতা এবং অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্টায় বার্ধক্য বিমা বা সামাজিক নিরাপত্তার কেশল হিসেবে সর্বজনীন নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা প্রচলন করা এখন সময়ে দাবি। যেমন তিরিশ বছর বয়স হলে প্রত্যেক নাগরিক তাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ভিত্তিতে মাসিক বা বার্ষিখ প্রিমিয়াম জমা দেবেন এবং ৬০বছর বয়স হলে বা বার্ধক্যে পৌঁছে ব্যক্তি ওই বিমার সুবিধা ক্রমাগত ভোগ করতে থাকবেন। বর্তমানের গ্রামীণ এবং অতি দরিদ্র প্রবীণদের২-৫ বছরের প্রাথমিক প্রিমিয়াম সরকারের চলমান বয়স্ক ভাতা খাত থেকে পরিশোধোর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এভাবে শুরু করলে আশা করা যায়; অদুর ভবিষ্যতে বয়স্ক ভাতা হিসেবে সরকারি বরাদ্দের পুরোটাই বার্ধক্য বিমা ব্যবস্থার আওতায় চলে আসবে। এতে রাষ্ট্রে ওফর ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ যেমন লাঘব হবে, পাশাপাশি নাগরিকদের বার্ধক্যের সফল প্রস্তুতি, অংশীদারিত্ব এবং সমাজে তাদের অধিকারভিত্তিক প্রাপ্য মর্যাদাও নিশ্চিত হবে।

উল্লেখ্য, ব্যাঙ্ক,, বিমা এবং সংশ্লিষ্ট অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলো অত্যন্ত লাভজনক এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে বলেও আমরা মনে করি। প্রবীণবান্ধব এবং সব বয়সীর জন্য সমান উপযোগী দেশ গড়ে তুলতে হলে সরকারি পর্যায়ে আরও যেসব উদ্যোগে এখনই গ্রহণ করা উচিত হবে তা হল--- ১) প্রবীণকল্যাণ বিষয়ক একটি মন্ত্রনালয় স্থাপন করে জাতীয় প্রবীণ বিচক্ষণ উদ্যোগে গ্রহণ করা। ২) প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন পাশ করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। ৩) প্রবীণদের দের জনভিত্তিক, অর্থ সামাজিক এবং স্বাস্থ্যহত তথ্যের একটি জাতীয় ডেটাবেস তৈরি করা। ৪) প্রবীণদেরজন্য স্বপ্ন ও দীর্ঘমেয়দী নানা ধরনের সহজলভ্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থা চালু করা। ৫) দেশের প্রবীণদের সার্বিক সুরক্ষায় বাস্তবমুখী কর্মসূচি হাতে নেওয়া। ৬) দেশে প্রচলিত সব সাধারণ ও পেশাগত শিক্ষা কার্যক্রমে বার্ধক্য ও প্রবীণদের সেবা বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা। ৭) সব গণমাধ্যমে বার্ধক্য ও প্রবীণদের বিষয়ে ইতিবাচক এবং অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারী প্রোগ্রাম চালু করা। ৮) প্রতিবন্ধী,আর্টিস্টিক, কমাজবিচ্ছিন্ন ইত্যাদি শ্রেণির প্রবীণদের জন্য বিশেষ সেবা ব্যবস্থার আয়োজন করা। ৯) প্রবীণদের জন্য সরকারি আবাসন গড়ে লোচা এবং বার্ধক্য বিমা চালুর জন্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগী করা। ১০) দতদরিদ্র এবং গ্রামীণ প্রবীণদের সুরক্ষায় স্থানীয় পর্যায়ে স্বনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণ করা। ১১) অতি প্রবীণদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী যত্ন (Long Term Care) এবং যাতনা প্রশমন সবা (Paliative Care)গড়ে তোলা। উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং তা দীর্ঘমেয়াদী করার ক্ষেত্রে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা, মেধা এবং অংশগ্রহণ খুবই প্রাসঙ্গিক এবং অপরিহার্য। আসুন কর্মময়, স্বস্তিময় এবং সফল বার্ধক্যের স্বার্থে আমরা আন্তরিকভাবে সক্রিয় হই এবং সবার বাসাযোগ্য অনিন্দ্যসুন্দর দেশ গড়েতুলি।(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ক্লিনিকের উদ্বোধন করা হয় মঙ্গলবার আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব

রজত বেদির নামে মামলা, অভিনেতার গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ-সঙ্কটে এক ব্যক্তি

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অভিনেতা রজত বেদির গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন একজন ব্যক্তি। সোমবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের শহরতলি আন্ধেরিতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর অভিনেতা নিজেই ওই আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে কুপার হাসপাতালে ভর্তি করেন, হাসপাতালে অভিনেতা জানান তিনি নিজেই ওই ব্যক্তিকে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরেছেন। ওই ব্যক্তি সঙ্কটজনক অবস্থায় কুপার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এই ঘটনায় অভিনেতা রজত বেদির বিরুদ্ধে ডি এন নগর পুলিশ স্টেশনে মামলা দায়ের হয়েছে। আহত ব্যক্তির নাম রাজেশ রামসিং দুত (৩৯)। বাড়ি ডি এন নগর থানা এলাকায়। সোমবার সন্ধ্যায় কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় অভিনেতার গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ওই ব্যক্তি। সঙ্কটজনক অবস্থায় রাজেশবাবুকে কুপার হাসপাতালে নিয়ে যান অভিনেতা নিজেই। অভিনেতা সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু, রাজেশ দুতের পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর অভিনেতাকে আর দেখা যায়নি। কুপার হাসপাতালের একজন চিকিৎক জানিয়েছেন, 'ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক, কারণ মাথায় চোট পেয়েছেন তিনি। তিনি আইসিইউ-তে রয়েছেন, অক্সিজেন সাপোর্টে। এখন তাঁর রক্তের প্রয়োজন।' ডি এন নগর পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর মিলিন্দ কুর্দে জানিয়েছেন, 'অভিনেতা রজত বেদির নামে ভারতীয় দন্ডবিধি ও মোটর ভেহিক্যাল আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে, গ্রেফতার করা হয়নি।'

রাজেশ রামসিং দুতের স্ত্রী ববিতা জানিয়েছেন, 'সোমবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট নাগাদ কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন আমার স্বামী, তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। এমএইচ ০২ সিডি ৪৮০৯ নম্বরের গাড়ি চালাচ্ছিলেন অভিনেতা রজত বেদি, রাস্তা পারাপার করার সময় অভিনেতার গাড়ি আমার স্বামীকে ধাক্কা মারে। তিনি রাস্তায় পড়ে যান, মাথার পিছনে গুরুতর চোট পেয়েছেন।' রাজেশকে বাঁচাতে হলে এখন রক্তের প্রয়োজন, ববিতা জানিয়েছেন, 'যদি আমার স্বামীর কিছু হয়, সে জন্য রজত বেদি দায়ী থাকবেন। তাঁকে গ্রেফতার করা উচিত। স্বামীর এখন রক্তের প্রয়োজন, কী করব কিছু বুঝতে পারছি না।' বছর ৩৯-এর রাজেশবাবুর দুই মেয়ে রয়েছে-আংশিকা (১৩) ও তেজস্বী (৭)। ডি এন নগরের বস্তি এলাকায় তাঁরা থাকেন। হিন্দুস্থান সমাচার।

অসমে বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি, এখনও ১২টি জেলা প্লাবিত, গতরাতের বৃষ্টিতে ফের ফুঁসছে ব্রহ্মপুত্র

গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হচ্ছিল, কিন্তু গতকাল বিকেল থেকে ধারা বর্ষণের ফলে ব্রহ্মপুত্র সহ নদী-উপনদীগুলি ফের ফুঁসছে। ২২টি জেলার ৫৭টি রাজস্ব সার্কল বন্যার কবলে পড়েছিল। গতকাল রাত পর্যন্ত বন্যাক্রান্ত জেলার সংখ্যা ১২-য় নেমে এসেছিল। তবে নদও নদীগুলির জলস্তর বাড়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু খবর লেখা পর্যন্ত বন্যার সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যায়নি। চতুর্থ দফার চলতি বন্যার কবলে পড়ে এখন পর্যন্ত তিন শিশু সহ নয় ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানানো হয়েছে, এখনও রাজ্যের ১২টি জেলা যথাক্রমে বরপেটা (একটি রাজস্ব সার্কল), চিরাং (একটি রাজস্ব সার্কল), দরং (দুটি রাজস্ব সার্কল), ধেমাজি (তিনটি রাজস্ব সার্কল), গোলাঘাট (দুটি রাজস্ব সার্কল), গোয়ালপাড়া (দুটি রাজস্ব সার্কল), কামরূপ মেট্রো (একটি রাজস্ব সার্কল), কামরূপ গ্রামীণ (চারটি রাজস্ব সার্কল), লখিমপুর (একটি রাজস্ব সার্কল), মরিগাঁও (চারটি রাজস্ব সার্কল), নগাঁও (তিনটি রাজস্ব সার্কল) এবং শোণিতপুর (চারটি রাজস্ব সার্কল)-এর ৪৯৭টি গ্রাম বন্যার জলে ভাসছে।

এখনও বন্যাক্রান্ত ৪৩,৪১৬ জন আবালবৃদ্ধমহিলা। জলের নীচে ১৫,৯৮১ হেক্টর কৃষিজমি। এছাড়া ১২টি জেলায় মোট প্রায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৩৪টি পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। এদিকে, বিভিন্ন প্রান্তে জল কমার সাথে সাথে ভয়াবহ নদীভাঙনের শিকার হচ্ছেন গ্রামের মানুষ। নদী গহ্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বসতভিটে, স্কুলবাড়ি, বাজারহাট-দোকানপাট ইত্যাদি। ভুক্তভোগী জনতা পরিবার পরিজন নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছেন।

ক্ষমতায় এলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে বিএসপি : মায়াবতী

লখনউ, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে যদি বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) ক্ষমতায় আসে তাহলে ব্রাহ্মণদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। আশ্বস্ত করলেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। মায়াবতীর দাবি, ব্রাহ্মণরা স্বীকার করেছেন, বিজেপি শাসনের তুলনায় বিএসপি শাসনে তাঁরা অনেক ভাল অবস্থায় ছিলেন। গত ২৩ জুলাই থেকে অযোধ্যায় শুরু হয়েছে 'প্রবুধ সম্মেলন', মঙ্গলবার লখনউতে এই সম্মেলনে অংশ নেন মায়াবতী। এদিন উত্তর প্রদেশসের ব্রাহ্মণ সমাজকে আশ্বস্ত করে মায়াবতী বলেছেন, 'আমি আশ্বস্ত করছি, আগামী নির্বাচনে আমরা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে ব্রাহ্মণদের সুরক্ষা নিশ্চিত করব। ব্রাহ্মণরা স্বীকার করেছেন বিজেপি শাসনের তুলনায় বিএসপি শাসনে তাঁরা অনেক ভাল অবস্থায় ছিলেন।' মায়াবতীর সংযোজন, '২০০৭ সালের ভোটের মতোই, সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের জন্য আসন্ন নির্বাচনে আমাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সমাজের আরও মানুষকে যোগদান করানো উচিত।'

মায়াবতী এদিন আরও বলেছেন, 'রাজ্যে পার্ক ও "স্মারক" তৈরি নয়, এখন থেকে আমি শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশের উন্নয়নে মনোনিবেশ করব।' আগামী ৯ অক্টোবর কাশিরামের প্রয়াণ দিবস, ওই দিন কাশিরাম স্মারক স্থলে কাশিরামকে শ্রদ্ধা জানানোর সকলকে আসার অনুরোধ করেছেন মায়াবতী। পাশাপাশি সকলকে কোভিড প্রটোকল মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছেন বিএসপি সুপ্রিমো। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

গহনা বশিষ্ঠের জামিন-আর্জি খারিজ, আইনজীবী বললেন শীর্ষ আদালতে যাব

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পর্নোগ্রাফি মামলায় আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন টেলিভিশন অভিনেত্রী গহনা বশিষ্ঠ। কিন্তু, মঙ্গলবার গহনার জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। এরপরই তাঁর আইনজীবী জানান, তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। একটি ওয়েবসাইটে পর্ন ভিডিও-র শ্যুটিং ও আপলোডিংয়ের অভিযোগে গহনা বশিষ্ঠকে গ্রেফতার করেছিল মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের প্রোপার্টি সেল। পর্নোগ্রাফি মামলায় রাজ কুন্দ্রার গ্রেফতারির পর তাঁর সমর্থনে সুরও চড়িয়েছিলেন গহনা বশিষ্ঠ। গত ২৯ জুলাই গহনার বিরুদ্ধে মালভানি থানায় এফআইআর দায়ের হয়, সেই মামলা মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার হয়েছে। সেই মামলায় এই মডেল ও অভিনেত্রী আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু বম্বে হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন না তিনি। তাই এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

মেরঠ এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষ, দু''টি শিশু-সহ মৃত ৫

গাজিয়াবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে মেরঠ এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবোঝাই গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ৫ জনের। মৃতদের মধ্যে দু'টি শিশু রয়েছে। সোমবার রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজিয়াবাদের মাসুরি থানা এলাকায়, ভোজপুর শহরের কাছে মেরঠ এক্সপ্রেসওয়ের উপর। এক্সপ্রেসওয়ের উপর থেকে ভুল দিক থেকে যাচ্ছিল ট্রাকটি। একটি গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয়, ওই গাড়িতে ৭ জন ছিলেন।

হরিদ্বার থেকে গাজিয়াবাদে আসছিলেন তাঁরা। সংঘর্ষের জেরে সকলে গুরুতর আহত হন, তাঁদের ভর্তি করা হয় গাজিয়াবাদের একটি হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আশিষ (৩৩), তাঁর স্ত্রী শিল্পী (৩০), ছেলে দেব (১), সোনু (৩৫) ও তাঁর মেয়ে পরী ওরফে কাভ্যা (১১)।

আশিষদের বাড়ি লখনউয়ের আলম বাগের আজাদ নগরে এবং সোনুদের বাড়ি আলিগড়ের রাতোরি গ্রামে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন সোনুর স্ত্রী নিধি (২৮) এবং আশিষের মেয়ে শিভি (৪)। পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ইরাজ রাজা জানিয়েছেন, ট্রাকের চালক বাবলুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভারতীয় দন্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

ইহুদিদের নববর্ষে শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ইহুদিদের নববর্ষে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার নরেন্দ্র মোদী টুইটে লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট ইসরায়েলের বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ এবং সারা বিশ্বের ইহুদি জনগণকে আজ রোশ হাশানাহ উদযাপনের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা।"

প্রসঙ্গত, শরৎ ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে রোশ হাশানাহ, ইহুদিদের নববর্ষ বা ট্রাম্পেটের উৎসব নামেও পরিচিত। রোশ হাশানাহ হিব্রু বছরের প্রথম মাসের শুরু এবং ১০ দিনের সময়কাল ইয়ামিম নোরাইম, বা ভয়ের দিন হিসাবে পরিচিত। এটি বছরের সবচেয়ে পবিত্র দিন 'ইয়োম কিপপুর' পর্যন্ত নিয়ে যায়। রোশ হাশানাহ হিব্রুর জন্য "বছরের প্রধান"। রোশ হাশানাহ প্রতি বছর একটি ভিন্ন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার দিবসে পড়ে। ইহুদিরা "বছরের প্রধান" শব্দটি বেশ আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে। রোশ হাশানাহ খাবারের অংশ হিসাবে মাছের মাথা পরিবেশন করা প্রথা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

১৪-দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ, আইটিবিপি ক্যাম্প ছাড়লেন আফগান ফেরত ৭৮ জন

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টানা ১৪-দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষে আইটিবিপি ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেওয়া হল আফগানিস্তান থেকে ভারতে আগত ৭৮ জনকে। আফগানিস্তান তালিবানদের দখলে চলে যাওয়ার পর, গত আগস্ট মাসে বিমানে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছিল ওই ৭৮ জনকে। ২৪ আগস্ট দিল্লিতে আইটিবিপি-র চাওলা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁদের। আইটিবিপি-র মুখপাত্র বিবেক পান্ডে জানিয়েছেন, বিগত ১৪-দিন আইটিবিপি-র চাওলা ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন তাঁরা। নিভৃতবাস শেষ হওয়ার পর মঙ্গলবার তাঁদের আইটিবিপি-র চাওলা ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ৭৮ জনের মধ্যে ৫৩ জন আফগানিস্তানের নাগরিক (৩৪ জন পুরুষ, ৯ জন মহিলা ও ১০টি শিশু), ২৫ জন ভারতীয় নাগরিক (১৮ জন পুরুষ, ৫ জন মহিলা ও ১২টি শিশু)। আইটিবিপি জানিয়েছেন, ৩৫ জন (২৪ জন ভারতীয় ও ১১ জন নেপালি নাগরিক) এখনও চাওলা ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। ৮ সেপ্টেম্বর ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ হলে তাঁদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অনুরাগ সকাশে হাসান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন বাংলাদেশ-ভারত ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডঃ হাসান মাহমুদ। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন বাংলাদেশের মন্ত্রী। উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'বাংলাদেশ-ভারত ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন করছে এবং ভারত স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর উদযাপন করছে।'

এদিন কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও দেখা করেছেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডঃ হাসান মাহমুদ। হাসানের সঙ্গে বৈঠকের পর জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, 'আমাদের দ্বিপাক্ষিক সমন্বয় সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছে। এ বিষয়ে মিডিয়া ও জনসাধারণের উপলব্ধি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' উল্লেখ্য, বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডঃ হাসান মাহমুদ এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন।

পুণে-তে পাঠানো নিপা ভাইরাসের সমস্ত টেস্ট নেগেটিভ : বীনা জর্জ

তিরুবনন্তপুরম, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কিছুটা স্বস্তি পেল কেরল সরকার। পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে পাঠানো নিপা ভাইরাসের সমস্ত টেস্ট নেগেটিভ এসেছে। মঙ্গলবার জানিয়েছেন কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ। বীনা জর্জ জানিয়েছেন, 'পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে পাঠানো ৮ জনের ২৪টি স্যাম্পেল নেগেটিভ এসেছে। আমরা পরীক্ষা আরও বাড়াচ্ছি।' কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, কোঝিকোড়ের সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের টেস্টিং পরীক্ষাগারে মঙ্গলবার থেকেই টেস্টিং শুরু হচ্ছে। হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা সকলকে আমরা পরীক্ষা করতে পারব মঙ্গলবার থেকেই। কোঝিকোড়ে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত ১২ বছরের বালকের মৃত্যুর পর থেকেই, বিগত ৩ দিন ধরে কোঝিকোড়ে-তে রয়েছেন বীনা জর্জ।

কেরলকে দেখে সচেতন হচ্ছে মহারাষ্ট্র, গণেশ পুজোয় ভিড় এড়াতে আর্জি

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেরলে ওনাম উৎসবের পর থেকেই হু হু করে বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। গোটা দেশে নতুন করোনা-আক্রান্তের সিংভাগই কেরলে। তাই কেরলকে দেখে সচেতন হচ্ছে মহারাষ্ট্র। কিছুদিন পরই গণেশ উৎসব মহারাষ্ট্রে। তাই গণেশ পুজোয় ভিড় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মহারাষ্ট্রের জনগণের কাছে অনুরোধ করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'গণেশ উৎসবের সময় রাজ্য সরকারের কোভিড নির্দেশিকা মেনে চলা উচিত সকলের। মানুষের ভিড় বাড়লে সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা বাড়বে। অন্যান্য রাজ্যে তা দেখা গিয়েছে।' রাজেশ টোপে আরও বলেছেন, 'ওনাম উৎসবের সময় ভিড়ের কারণে কেরলে করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। পুণে-সহ মহারাষ্ট্রের ৪ থেকে ৫টি জেলায় করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেশি।'

মায়ানমারে জুন্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল 'বিদ্রোহী সরকার'

নে পি দ, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মায়ানমারে সামরিক জুন্টার উপর চাপ বাড়িয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করল মায়ানমারের 'বিদ্রোহী সরকার' বা 'ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট'। সামরিক জুন্টার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে দেশে গণতন্ত্র ফেরানোর ডাক দিয়েছে তারা। ফলে পাহাড়ি দেশটি গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকেই মায়ানমারের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। গণতন্ত্রকামীদের প্রবল বিক্ষোভের পর এবার বার্মিজ সেনার বিরুদ্ধে মোর্চা খুলেছে বেশ কয়েকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন। সামরিক জুন্টার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহী সংগঠন। তারপর রাষ্ট্রসংঘেও চাপের মুখে পড়েছে দেশটির সেনাশাসকরা। কয়েকদিন আগেই মায়ানমারের সামরিক জুন্টার নিন্দায় প্রস্তাব পাশ করা হয় আন্তর্জাতিক মঞ্চে। এহেন সময়ে এবার সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করল 'ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট'। গত ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ আচমকা মায়ানমারের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেয় সেনাবাহিনী। গণতান্ত্রিক সরকারকে সরিয়ে বন্দি করা হয় দেশটির কাউন্সিলর আং সাং সু কি ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের। তারপর থেকেই গণতন্ত্র ফেরানোর ডাক দিয়ে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশটি। এ পর্যন্ত দেশটিতে সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে কয়েক হাজার মানুষের। এর মধ্যে রয়েছে শিশু ও মহিলারাও। এই ডামাডোলে সেনার দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত জনপ্রতিনিধিরা 'ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট' তৈরি করেছে। সামরিক জুন্টার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে দেশে গণতন্ত্র ফেরানোর ডাক দিয়েছে তারা। উল্লেখ্য, গত বছর বিরোধীদের পরাজিত করে ক্ষমতায় ফিরেছিলেন আং সান সু কি'র দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি। মায়ানমার সংসদের নিম্নকক্ষের ৪২৫টি আসনের মধ্যে ৩৪৬টিতে জয়ী হয় তারা। কিন্তু, রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় সু কি সরকারের। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগও করেছে সামরিক 'জুন্টা'। তারপরই শেষমেশ ক্ষমতা দখল করে ফৌজ।

অ্যাপার্টমেন্টে নিথর দেহ! মার্কিন অভিনেতা মাইকেল উইলিয়ামের রহস্য-মৃত্যু

নিউইয়র্ক, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রহস্যজনক মৃত্যু হল আমেরিকার জনপ্রিয় অভিনেতা মাইকেল কে উইলিয়ামের। "দ্য ওয়্যার" খ্যাত এই অভিনেতার দেহ উদ্ধার হয়েছে নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। পুলিশ মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করলেও, মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা এখনও জানায়নি। সাম্প্রতিক সময়ে অন্যতম জনপ্রিয় তারকাদের মধ্যে একজন ছিলেন মাইকেল কে উইলিয়াম। তাঁর অকাল-মৃত্যু অনেককেই বাকরুদ্ধ করেছে।

নিউইয়র্ক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার দুপুর দু'টো নাগাদ ব্রুকলিন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উদ্ধার হয় অভিনেতা মাইকেলের দেহ। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার, তা এখনও জানা যায়নি। নিউইয়র্ক পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে, পাশাপাশি মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করে দেখা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কারনালে ব্যাপক নিরাপত্তা, কুরুক্ষেত্র-সহ নানা স্থানে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

চন্ডীগড়, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কিসান মহাপঞ্চায়েতের প্রাক্কালে ব্যাপক নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে হরিয়ানার কারনালে। নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র, কৈথাল, জিন্দ ও পানিপতে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা ও এসএমএস পরিষেবা মঙ্গলবারের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। কোনও ধরনের গুজব যাতে না ছড়িয়ে পড়ে তাই মোবাইল ইন্টারনেট ও এসএমএস পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কারনালের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। যেমন কারনালের আনাজ মান্ডিতে প্রচুর পুলিশ কর্মী মোতায়েন ছিল, ডেপুটি কমিশনার ও এসপি-র অফিসের কাছেও প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। কিসান মহাপঞ্চায়েতকে ঘিরে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তাই এই নিরাপত্তা।

টিকাকরণে রেকর্ড ভারতের, একদিনে ভ্যাকসিন পেলেন ১.১৩-কোটির বেশি

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কোভিড-টিকাকরণে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১.১৩-কোটির বেশি মানুষ। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬৯.৯০-কোটির গন্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৯,৯০, ৬২,৭৭৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ১,১৩,৫৩,৫৭১ জনকে।

ভারতে ৫৩.৩১-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ১৫,২৬, ০৫৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৩,৩১,৮৯, ৩৪৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,২৬,০৫৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১ হাজার ২২২ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক, ইন্টারনেট-সহ অধিকাংশ বিধিনিষেধ শিথিল

শ্রীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাই ইন্টারনেট-সহ অধিকাংশ বিধিনিষেধ শিথিল করে দেওয়া হল মঙ্গলবার। এদিন সকালে টুইট করে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'ইন্টারনেট-সহ বেশিরভাগ বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছে, কাশ্মীর ও জম্মু উভয় অঞ্চলের পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক। কিন্তু, নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে।'

টুইটে আরও জানানো হয়েছে, বিগত ৫ দিন ধরে জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি অত্যন্ত পেশাদারভাবে পরিচালনার জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং। পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ সংযম, স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে যুবকদের অত্যন্ত দায়িত্বশীল আচরণ প্রশংসনীয়। টুইটে আরও জানানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। প্রসঙ্গত, যেমন আশঙ্কা করা হয়েছিল, তেমনটা হয়নি। গিলানির মৃত্যুর পর একটিও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি জম্মু-কাশ্মীরে। কাশ্মীর শান্তই রয়েছে। গত সপ্তাহে (বুধবার রাতে) প্রয়াত হন কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাকামী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি। গিলানির মৃত্যুর পরই সুরক্ষা সংক্রান্ত কারণে কাশ্মীরের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অশান্তির কোনও ঘটনাই ঘটেনি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

লুকিয়েও শেষরক্ষা হল না, হৃদয়পুরে শ্যালিকার মৃত্যুতে গ্রেফতার ভগ্নিপতি

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার হৃদয়পুরের ঘটনা হতবাক করে দিয়েছিল রাজ্যবাসীকে। অভিযোগ, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে শ্যালিকাকে খুন করেই গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। অবশেষে ধরা পড়ল অভিযুক্ত। ধৃতের নাম-জয়দেব সাহা। সোমবার গভীর রাতে মছলন্দপুর থেকে শ্যালিকাকে খুনের অভিযোগ গ্রেফতার হয় ভগ্নিপতি।

উত্তর ২৪ পরগনার হৃদয়পুর আপনপল্লির বাসিন্দা জ্যোতিষচন্দ্র দাসের দুই মেয়ে। সোমবার ছোট মেয়ে স্বপ্না সাহা ও তার স্বামীর চরম অশান্তি হয়। অভিযোগ, এরপরেই তার স্বামী বাড়ি থেকে দা নিয়ে বেরিয়ে যায়, ঘন্টাখানেক বাদে প্রতিবেশীদের মাধ্যমে স্বপ্না জানতে পারেন খুন হয়েছে তাঁর দিদি। খুন করে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। যদিও লাভ হয় না, অবশেষে সোমবার গভীর রাতে মছলন্দপুর থেকে শ্যালিকাকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয় ভগ্নিপতি। কিন্তু, কেন সে শ্যালিকাকে খুন করল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

কিউবায় দু বছরের শিশু পেল করোনা ভ্যাকসিনের দুটো ডোজ

কিউবা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিশ্বের সামনে এক অনন্য নজির স্থাপন করল কিউবা। কিউবা বিশ্বের প্রথম দেশ যেখানে দু বছরের শিশুকে দেওয়া হল করোনা ভ্যাকসিনের দুটো ডোজ। ওই শিশুটির ভ্যাকসিন পক্রিয়া শেষ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে বলেও চিকিৎসকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। আগামী দিনে আরও শিশুকেও ভ্যাকসিন দেওয়া হবে বলে কিউবা সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচীর জন্য শুরু হয়েছে ক্যাম্পেন। যদিও করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াইয়ে বিশ্বের প্রায় সব দেশই জোরকদমে শুরু করেছে দেশের নাগরিকদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ। প্রতিটি দেশেই এই মুহূর্তে ভ্যাকসিন প্রদানকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে, এমনটাই মত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারও। কিন্তু কিউবা ছাড়া অন্য কোনও দেশই এখনও পর্যন্ত এত ছোট শিশুদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু করেনি। যদিও কয়েকদিন আগেই চিন, ভেনেজুয়েলা এবং সৌদি আরব ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে তারা খুব শীঘ্রই শিশু এবং নবজাতকদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু করছে। যদিও কবে থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে, আদৌ তাঁদের শরীর এই ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য তৈরি কিনা সেই বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণার কাজ চলছে জোর কদমে। সম্প্রতি চিলিও ১২ বছর এবং তার বেশী বয়সের শিশুদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু করতে চলেছে বলে জানা গেছে।

পিছিয়ে নেই ভারতও। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শিশুদের ওই করোনা ভ্যাকসিন শুরু হওয়ার কথা আমাদের দেশে। এমতাবস্থায় কিউবার এই পদক্ষেপ কার্যত ইতিহাস সৃষ্টি করল এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। হিন্দুান সমাচার / সোনালি

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অতি ভোজন থামানোর পন্থা

চলমান লকডাউনে খাদ্যাভ্যাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

ফলে ওজন বেড়েছে আর তা নিয়ন্ত্রণে আনতে হঠাৎ কোনো 'ক্র্যাশ ডায়েট' অনুসরণ না করে বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে বদভ্যাসগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলোকে দূর করা।

সম্প্রতি গুগল একটি জরিপ চালায়; যেটার তত্ত্বাবধানে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের মনবিজ্ঞানী এবং 'নেভার বিঞ্জ এগেইন' বইয়ে লেখক গ্লেন লিভিংস্টোন।

জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকার নাগরিকরা গড় হিসেবে প্রতি সপ্তাহে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় এই মহামারীর সময়ে প্রায় চার হাজার দুইশ ক্যালরি বেশি গ্রহণ করেছে।

এই জরিপের সূত্র ধরে 'ইট দিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে লিভিংস্টোন বলেন, "এদের মধ্যে অধিকাংশই ভাবছেন মহামারী শেষ হবে 'ডায়েট' করে ওজন নিয়ন্ত্রণে আনবেন। তবে সমস্যা হল মানসিক অস্বস্তি কাটানোর সঙ্গে খাবারকে একবার জুড়ে দিয়ে যে শক্তিশালী মানসিক বন্ধন তারা তৈরি করেছেন সহজে ভাঙার নয়। করোনাভাইরাস মহামারী শেষ হওয়া পর আরও অনেকদিন তা স্থায়ী হবে।" তাহলে অতিরিক্ত খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করার উপায়? পদ্ধতি রয়েছে অনেক।

খাবারের মাত্রা বেঁধে নেওয়া

লিভিংস্টোন বলেন, "এখন থেকে আলুর চিপস এড়িয়ে চলব এমন প্রতিশ্রুতি করা এক বিষয়। আবার শুধু সাপ্তাহিক ছুটির দিনে খালি আলুর চিপস খাব তবে এক প্যাকেটের বেশি না- দুই রকম প্রতিজ্ঞা কিন্তু এক নয়।"

প্রথম প্রতিশ্রুতিতে কোনো স্থির লক্ষ্য নেই, সীমাবদ্ধতাও নেই, তাই তা মেনে চলতে না পারার সম্ভাবনাই বেশি। আর প্রথম প্রতিশ্রুতির আরেকটি সমস্যা প্রতিবার আলুর চিপস খেতে মন চাইলেই মনের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আর এক সময় আপনার প্রতিশ্রুতি ভাঙতে বাধ্য।

স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রাচুর্য

আলুর চিপস আর অন্যান্য মুখরোচক খাবার যখন 'চিট ডে'য়ের জন্য তুলে রাখছেন, তখন পরের ধাপ হল ঘরে প্রচুর স্বাস্থ্যকর খাবার রাখা।

লিভিংস্টোন'য়ের মতে, "এর কারণ হলো ঘরে পর্যাপ্ত খাবার নেই এমনটা মনে হওয়ার সম্ভাবনা না রাখা। আর মানুষ বুঝতে না পারলেও খাবারের অভাব অনুভব করাটা আসলে সবসময় খাবার নেই তা নয়, বরং পছন্দের মুখরোচক কিন্তু অস্বাস্থ্যকর খাবারটা নেই। আর একবার তা মেনে নিয়ে বাইরে গেলেই দেখবেন কোনো না কোনো অস্বাস্থ্যকর তেলে ভাজা খাবারই খেয়েছেন।"

বেশি খাওয়ার কারণটা খুঁজে বের করা লকডাউনের গৃহবন্দী জীবনে একাকিত্ব, মন খারাপ, মানসিক চাপ ইত্যাদি দূর করতেই কিন্তু খাবারের আশ্রয় নিচ্ছেন। খেতে খেতেই হয়ত ভাবছেন এরপর আর কি খাওয়া যায়। কারণ যতই খান না কেনো তা আপনার একাকিত্ব তো আর দূর করতে পারবে না।

লিভিংস্টোন বলছেন, "অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস মানুষের মানসিক শক্তিকেও দুর্বল করে ফেলে। সেসময় খাওয়ার ইচ্ছাগুলো হয়ে ওঠে অদম্য। মানুষ তার জিহ্বার দাসে পরিণত হয়। এভাবে একসময় তারা পুরোপুরি আসক্ত হয়ে যায়। তাই বেশি খাওয়ার এই অভ্যাস পরিবর্তন করার জন্য মহামারী শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে মস্ত বড় ভুল।"

পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ

কিছু খেতে মন চাইলেই যে তা পেট ভরে খেতে হবে তা কিন্তু নয়। ক্ষুধা আপনার পেটে নয়, মনে। কখন খাবেন, কতক্ষণ খাবেন, কতটুকু খাবেন তা কিন্তু আপনার নিয়ন্ত্রণে।

সামাজিকতায় অংশগ্রহণ

সারাদিন ঘরকুনো হয়ে পড়ে না থেকে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতে হবে প্রতিদিন। বিকাল কিংবা সন্ধ্যায় মাস্ক পরে হাঁটতে গিয়ে পাশের বাড়ির কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। তাকে না দেখার ভান না করে বরং সামাজিক দূরত্ব রেখেই কিছুক্ষণ আলাপ করুন। মোবাইলে দূরের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গল্প জমান।

লিভিংস্টোন বলেন, "সামাজিকতায় অংশগ্রহণ করলে একদিকে খাবার যেমন মনের আড়াল হবে, তেমনি মানসিকভাবেও আপনি খুশি থাকবেন। ভিডিও কল'য়ে কথা বলার সময় ক্যামেরা চালু করুন। কারণ অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে বেড়ে যাওয়া ওজন যখন মানুষ দেখতে পাওয়ার সুযোগ থাকে না, তখন ওজন পরে কমাবো- একথা বলা খুবই সহজ হয়।" 'ডায়াবেটোলজিয়া' শীর্ষক জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা দাবি করে, শুধু 'অলিম্পিক রেকর্ড' করাই নয়, এই সময়ে শরীরচর্চা থেকেও সবচাইতে বেশি উপকার পাওয়া সম্ভব।

'অস্ট্রেলিয়ান ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি'র অন্তর্ভুক্ত 'ম্যারি ম্যাককিলোপ ইন্সটিটিউট ফর হেল'য়ের গবেষকরা এই গবেষণার মাধ্যমে বুঝতে চেয়েছিলেন, দিনের কোন সময় ব্যায়াম বিপাকক্রিয়াকে সবচাইতে বেশি প্রভাবিত করে। এই জন্য তারা বেছে নেন ২২ জন স্থূলকায় পুরুষকে।

অলস জীবনযাপন করা এই অংশগ্রহণকারীদের তিন সপ্তাহ ধরে রেস্তোরাঁর অস্বাস্থ্যকর খাবারে অভ্যস্ত রাখার পর তাদেরকে তিনটি দলে ভাগ করেন গবেষকরা।

একদল সকাল সাড়ে ছয়টায় ব্যায়াম করবে, একদল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ব্যায়াম করবে আর একদল মোটেই ব্যায়াম করবে না।

নিউ ইয়র্ক টাইমস তাদের এক প্রতিবেদনে এই গবেষণার ফলাফলকে 'জটিল' হিসেবে আখ্যা দেয়।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, "মাত্র পাঁচ দিনের অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে অংশগ্রহণকারীদের কোলেস্টেরল চূড়ায় ওঠে। রক্তে বিপাকক্রিয়া সম্পর্কিত রোগ ও হৃদরোগের জন্য দায়ী এমন কিছু উপাদান তাদের রক্তে অস্বাভাবিক মাত্রায় চোখে পড়ে। এই পরিবর্তনগুলো অংশগ্রহণকারীদের হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছিল ক্রমাগত।"

অংশগ্রহণকারীরা শরীরচর্চা শুরু করার পর, যারা সকালে ব্যায়াম করছিলেন তাদের কোলেস্টেরলের মাত্রায় কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না। তবে যারা সন্ধ্যায় ব্যায়াম করছিলেন তাদের গল্পটা একেবারেই ভিন্ন।

"মাত্র পাঁচদিন ব্যায়াম করার পরই তাদের কোলেস্টেরলের মাত্রা যেমন কমেছে, সেই সঙ্গে কমেছে রক্তে থাকা হৃদরোগের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী উপাদানও। রাতে ঘুমানোর সময় অন্য দুইদলের তুলনায় সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা এই দলের সদস্যদের রক্তে শর্করার মাত্রাও কীভাবে যেন আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকত।"

গবেষকরা বলছেন, তারা এখনও সঠিক জানেন না কেনো সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি উপকারী। বাস্তব জীবনে সিংহভাগ মানুষের খাদ্যাভ্যাসকে অস্বাস্থ্যকরই ধরে নেওয়া যায়। তাই সেই জীবনযাত্রার প্রভাবকে প্রশমিত করার জন্য ব্যায়ামটা সন্ধ্যার পর হওয়াই হবে সবচাইতে উপকারী।

তবে বেশি দেরি করাও আবার ঠিক না। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যায়াম প্রশিক্ষক টিম লিউ বলেন, "শরীরচর্চার সময় দেহে নিঃসৃত হয় 'স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল' যা রাতে ঘুম আসতে বাধা দেবে। তাই যে পদ্ধতি-ই বেছে নেওয়া হোক না কেনো, বেশি রাতে নয় বরং বিকাল বা সন্ধ্যার পর পর ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন এই প্রশিক্ষক।

দিনের যে সময়টা শরীরচর্চার জন্য আদর্শ

ভোরে ব্যায়াম করার পরামর্শ দেওয়া হলেও গবেষণা বলছে উল্টো কথা।

সকালে উঠে ব্যায়াম করার সময় হয় না? তাহলে বেছে নিতে পারেন দুপুরের পর যে কোনো সময়। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে শরীরের জৈবিক প্রক্রিয়া দুপুরের পর বেশি কার্যকর থাকে। ফলে ব্যায়াম থেকে মিলবে সর্বোচ্চ ফলাফল। যুক্তরাষ্ট্রের 'হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল'য়ের 'ব্রিগাম অ্যান্ড উইমেন'স হসপিটাল'য়ের চার্লস এ. চাইজলার একজন ঘুম বিশেষজ্ঞ। তিনি সাধারণত পেশাজীবী খেলোয়াড়দের পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন। যাতে তারা মাঠে নিজের সর্বোচ্চ পরিবেশনাটা উপস্থাপন করতে পারেন। এই বিশেষজ্ঞের মতে, "একজন সবচাইতে বেশি কর্মক্ষম থাকেন বিকালের শেষভাগে কিংবা সন্ধ্যার শুরুর দিকে। এই সময়েই মানুষ সবচাইতে বেশি সজাগ, সতর্ক, শক্তিশালী, মনযোগী হয়ে ওঠে।" এই ধারণার স্বপক্ষে উদাহরণ দিতে গিয়ে চাইজলার স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "সবচাইতে বেশি 'অলিম্পিক রেকর্ড' সৃষ্টি হয়েছে সেই খেলায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায়। কারণ সেই সময় মানুষের শরীরে কর্মশক্তির জোরালো প্রবাহ থাকে।"

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে জিঙ্ক

খনিজ উপাদান জিঙ্ক বা দস্তা'র উৎকৃষ্ট উৎস মাংস। তবে যারা প্রাণিজ খাবার কম খান বা নিরামিষাশী তারাও উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে জিঙ্ক পেতে পারেন।

এনডিটিভি ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় পুষ্টিবিদ লভনিত বাত্রা বলেন, "সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যারা নিরামিষাশী তাদের দেহে জিঙ্কের অভাব থাকে। তবে আমার মতে উদ্ভিজ্জ খাবার থেকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে জিঙ্ক পাওয়া সম্ভব।"

বাত্রা আরও বলেন, "সুস্থ থাকতে জিঙ্ক প্রয়োজন। এটা ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে। ক্ষত সারানোর পাশাপাশি স্বাদ ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়কে সচল রাখতে দস্তা বা জিঙ্কের প্রয়োজন আছে।"

জিঙ্ক সমৃদ্ধ কয়েকটি উদ্ভিজ্জ খাবারের উৎস সম্পর্কেও জানান এই পুষ্টিবিদ।

তিলের বীজ: তিলের বীজ পুষ্টির আঁধার। এটা জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, সেলেনিয়াম, লৌহ, ও ভিটামিন বি-সিক্স সমৃদ্ধ।

এটা তাপ উৎপাদন করে, তাই দিনে দুই চামচের বেশি তিলের বীজ খাওয়া ঠিক নয়। অথবা সমস্যা এড়াতে সারা রাত পানিতে ভিজিয়ে বা হালকা ভেজে নাস্তা হিসেবে খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদ বাত্রা।

পনির: যদিও উদ্ভিজ্জ খাবার নয়। তবে প্রোটিনের উৎস হিসেবে নিরামিষভোজীদের কাছে পনির বেশ জনপ্রিয়। পনির বা কটেজ চিজ ক্যালসিয়াম ও জিঙ্কের ভালো উৎস।

স্যান্ডউইচ, সালাদ বা রুটিতে পনির যোগ করে খাওয়া যেতে পারে।

ডাল: ভারতসহ আমাদের দেশে খাবারের পদ হিসেবে ডাল বেশ জনপ্রিয়। এগুলো উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ও সহজে হজমযোগ্য। এক্ষেত্রে ছোলার ডাল জিঙ্কের ভালো উৎস ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়।

এক কাপ ডাল থেকে দৈনিক চাহিদার ৩০ শতাংশ জিঙ্ক, আঁশ ও প্রোটিন পাওয়া যায়।

ওটস: প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্যআঁশ ছাড়াও আধা কাপ ওটসে ১.৩ মি.গ্রা. জিঙ্ক পাওয়া যায় যা নারীদের দৈনিক চাহিদার ১৬ শতাংশ পূরণ করে।

কুমড়ার বীজ: এক টেবিল-চামচ কুমড়ার বীজে ২.২ মি.গ্রা. জিঙ্ক থাকে যা প্রাপ্ত বয়স্কের দৈনিক চাহিদার ২৮ শতাংশ। এটা প্রোটিনের ভালো উৎস। ফলে ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে।

মাশরুম: শিটাকে মাশরুম দৈনিক চাহিদার তিন শতাংশ জিঙ্ক সরবারহ করে এবং এটা যেভাবেই রান্না করে খাওয়া হোক না কেনো তা শরীরের জন্য উপকারী।

নিরামিষ ভোজী হয়ে থাকলে অথবা উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে জিঙ্ক পেতে চাইলে খাদ্যতালিকায় এসব উপাদান যোগ করতে পারেন।

তবে মনে রাখতে হবে, স্বাস্থ্যগত কোনো প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে।ব্যবহারের পর যদি কাজেই না দেয় তবে সেই পণ্য ফেলে দেওয়াই উচিত।

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে নিয়মিত

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে মিয়মিত। কারণ, ঠিকঠাক বৃদ্ধি না ঘটলে পিছিয়ে পড়বে শিশু। তাই সে বেড়ে উঠছে কি না জানতে হলো নিয়মিত শিশুর ওজন, উচ্চতা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সর্বজন স্বীকৃত গ্রোথ চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এতে বয়স অনুযায়ী ওঝন, উচ্চতা, মাথার পরিধি গ্রাফের সাহায্যে বানানো থাকে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য আলাদা চার্ট আছে, যা দিয়ে সহজেই শিশুর বৃদ্ধি মাপা যায়। শিশু ভূমিষ্ঠেরপর প্রথম সপ্তাহে ওজন কমে এবং দু-তিন সপ্তাহে ওজন স্থির থাকে। এরপর ধীরে ধীরে ওজন বাড়তে থাকে। প্রথম তিন মাসে প্রতিদিন গড়ে ২৫-৩০ গ্রাম করে ওজন বাড়ে। পরবর্তী মাসগুলোতে আরেকটু কম হারে ওজন বাড়তে থাকে, ৩-১২ মাস বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ৪০ গ্রাম ওজন বাড়ে। ৬ মাস বয়সে শিশুর জন্মের সময়ের ওঝনের দ্বিগুণ হয়, এক বছরে ৩ গুণ, দুই বছরে ৪ গুণ, তিন বছরে ৫ গুণ, পাঁচ বছরে ৬ গুণ হয়। তবে জন্ম ওজনের পার্থক্যেবর কারণে এখই বয়সী দুটি শিশুর ওজনের কিন্তু তারতম্য ঘটতে পারে।

সঠিক পরিচর্যা ও পুষ্টি পেলে আবার স্বাভাবিক ওজনের পৌঁছে যায়। শিশু বিভাগের এক অধ্যাপক বলেন, ওঝন ও উচ্চতা নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত, তাহলে সহজেই বোঝা যায় শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঠিকভাবে হচ্ছে কি না। আবার যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত খাবার দেওয়ার পরও তার ওজন না বাড়ে, তবে দেখতে হবে সেই খাবার পুষ্টিকর কি না। শিশু ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছে কি না। অসুস্থ অবস্থায় কম খেতে পারে এবং অসুখ সেরে গেলে আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে তাকে অতিরিক্ত খাবার দেওয়া হচ্ছে কি না। শিশুর প্রয়োজন মতো ভিটামিন 'এ' পাচ্ছে কি না। শিশু কৃমিতে আক্রান্ত হয়েছেথ কি না। যেভাবে নজর রাখতে হবে—জন্মের পর থেকে ২ বা ৩ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে শিশুর ওঝন নিতে হবে। যদি পরপর ২ মাস শিশুর ওজন না বাড়ে, তবে বুঝতে হবে তারকোন সমস্য আছে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বয়স পূর্ণ হলে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবর দিতে হবে। সাধারণভাবে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে শিশুর ওঝন বাড়লে বুঝতে হবে শিশুর শরীর টিকমতো বাড়ছে, তার মানসিক বিকাশ যথাযথ হচ্ছে এবং তার মনেও সুস্থ আছে। অন্য শিশুর ওজনের তুলনায় নয়, নিজের ওজনের তুলনায় শিশুর ওজন বাড়া প্রয়োজন। ৬ মাসের কম বয়সের শিশুর ওজন ঠিকমতো না বাড়লে তাকে আরও ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার পরও যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয় তবে চিকিৎশকের পরামর্শ নিতে হবে। অসুখ -বিসুষ কম বা অনপযুক্ত খাবার সেবাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যেসব শিশু প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ খায়, সে রোগব্যাধিতে খুব কম ভোগে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি সব টিকা দেওয়া জরুরি। কারণ, টিকা রোগ ব্যাধি থেকে শিশুকে রক্ষা করে এবং তাকে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার সাহায্য করে। শিশুদের পাকস্থলী বড়দের তুলনায় ছোট। তাই একেবারে অল্প পরিমাণে খাবার খেতে পারে। তাই ঠিকমতো বেড়ে ওঠার জন্য বলকারক খাবারের পাশাপাশি ঘন ঘন খেতে দিতে হবে। সারা দিনে ৫ থেকে ৬ বার।

নষ্ট সানস্ক্রিন বোঝার উপায়

ত্বক সুরক্ষায় সানস্ক্রিন ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

তবে সব পণ্যের মতো এই প্রসাধনীরও রয়েছে নির্দিষ্ট মেয়াদ। রোদে বাইরে গেলে ত্বক বাঁচাতে সানস্ক্রিনের বিকল্প নেই। সান্সক্রিন কেবল ব্যবহার করলেই হবে না, তার কার্যকারিতা ঠিক আছে কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

তবে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলেও সানস্ক্রিন কার্যকারিতা হারায়। এবং ত্বকে উল্টো রোদপোড়াভাব আনার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যাও সৃষ্টি করে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'চিল্ড্রেন স্কিন কেয়ার সেন্টার'য়ের বরাত দিয়ে 'বেস্টলাইফঅনলাইন ডটকম' প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানায়, যদি সানস্ক্রিন স্বাভাবিক ঘনত্ব বা রং হারায় তাহলে তা ব্যবহার বাদ দেওয়া উচিত। এগুলো মেয়াদ উত্তীর্নের লক্ষণ।

নিউ ইয়র্ক'য়ের ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা. শারি মার্চবেইন 'অ্যালোয়া' ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "সানস্ক্রিনও নষ্ট হতে পারে। এতে থাকা গুনগত মান হারাতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, "নষ্ট হওয়া বা মেয়াদোত্তীর্ণ সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে রোদে পোড়াভাব, সূর্যের আলোর ক্ষতি, পোড়া দাগ ও ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।"

লস অ্যাঞ্জেলেসের চর্ম বিশেষজ্ঞ জেসিকা য়ু জানান, এইসকল সমস্যার পাশাপাশি মেয়াদোত্তীর্ণ সানব্লক ত্বকে অস্বস্তিরও সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপাদানগুলো ভেঙে যায় এবং ত্বকে জ্বালাপোড়া ও অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে।"

এছাড়াও নষ্ট সানস্ক্রিনে জীবাণু ও ব্যাক্টেরিয়া বাসা বেঁধে ত্বকে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। উষ্ণ স্থানে সানব্লক রাখা এর মেয়াদ দ্রুত শেষ করে দেয় অতিরিক্ত উষ্ণতা বা আলোতে রাখলে সানস্ক্রিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। তাপের কারণে এতে থাকা উপাদান যা সূর্যরশ্মি থেকে সুরক্ষা দিত তা কার্যক্ষমতা হারায়। উষ্ণ স্থানে সানব্লক রেখে দিলে তাতে মেয়াদ উত্তীর্ণের সব লক্ষণই দেখা দেবে। আর কার্যকয়ারিতা হারাবে।

মিশিগানের 'হেনরি ফোর্ড হেল সিস্টেম'য়ের চর্মরোগ বিভাগের ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা. হেনরি লিম, বলেন "সানস্ক্রিন, বেশিরভাগ সময় ঘরের তাপমাত্রায় এবং আলোর খুব বেশি সংস্পর্শ ছাড়া রাখা প্রয়োজন। এতে সময়ের আগে দ্রুত নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে না।"

মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ না থাকলে সানস্ক্রিনে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ না থাকলেই যে তা ফেলে দিতে হবে এমনটা নয়।

'ইউএস. ফুড অ্যাড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)'-এর মতে, পণ্যটি কমপক্ষে তিন বছরের জন্য স্থিতিশীল থাকবে এমনটা প্রমাণিত না হলে সানস্ক্রিনের মেয়াদোত্তীর্নের তারিখ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তারিখ নেই এর অর্থ হল, তা কেনার তিন বছর পর পর্যন্ত মেয়াদ আছে এমনটা বিবেচনা করতে হবে।" মেয়াদের তারিখ লেখা না থাকলে এবং তা কেনার পর ইতোমধ্যে তিন বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে ফেলে দেওয়াই উচিত। কারণ এই প্রসাধনী ভালো থাকার আর কোনো সম্ভাবনাও নেই।

আগরতলা বাই সাইকেল র‍্যালি। মঙ্গলবারের তোলা নিজস্ব ছবি।

প্রয়াত প্রধান শিক্ষক বরুন বন্ধু ভট্টাচার্যের স্মৃতি চারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ সেপ্টেম্বর।। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রয়াত প্রধান শিক্ষক বরুন বন্ধু ভট্টাচার্যের স্মৃতি চারণা দিবস পালিত। উদয়পুরের প্রবীণ নাগরিক চন্দ্রপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং চন্দ্রপুর গার্লস হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বরেণ্য শিক্ষক বরুণ বন্ধু ভট্টাচার্য মহাশয় গত ৩রা সেপ্টেম্বর বিকাল চারটা কুড়ি মিনিটে কোলকাতায় পরলোক গমন করেছেন।উদয়পুর তথা অবিভক্ত দক্ষিণ জেলায় শিক্ষার প্রসার এবং সমাজ সেবা মূলক কাজে তাঁর অবদান কোনদিনও ভোলার নয়। অনবদ্য অবদানের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি উনাকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত করেন।তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে আজ উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীরা আজ এক শোক সভায় মিলিত হন। শোক সভায় চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীরা এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।তারপর রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রয়াত প্রধান শিক্ষক বরুন বন্ধু ভট্টাচার্যের জীবনী নিয়ে স্মৃতি চারনা করেন চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সমীর মজুমদার ও চন্দ্রপুর কলোনি সি আর পি অপুরাম সরকার।

চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয় । এলাকা বাসি প্রয়াত প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় বরুণ বন্ধু ভট্টাচার্যের পাথরের প্রতিকৃতি বা স্ট্যাচু তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন বলে সংবাদ সূত্রে জানা যায়।

মানকাচরের ভারত-বাংলা সীমান্তে বিএসএফের হাতে ফের উদ্ধার ১৬টি গরু ও মোষ

মানকাচর (অসম), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার সুখচর থানা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সালাপাড়ায় বিএসএফের অভিযানে ফের উদ্ধার হয়েছে ১৬টি চুরির গরু ও মোষ। উদ্ধারকৃত গবাদি পশুগুলিকে সুখচর থানায় সমঝে দিয়েছেন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ঘটনা সোমবার রাত প্রায় ২.৩০ মিনিট নাগাদের। ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের জওয়ানরা আন্তর্জাতিক সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় দেখেন, নদীপথে কলা গাছ দিয়ে তৈরি ভুড়ে বেঁধে কয়েকটি গবাদি পশু বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় নদী থেকে ১৬টি গবাদি পশু যেমন, ৯-টি গরু এবং ৭-টি মহিষ উদ্ধার করেন বিএসএফের জওয়ানরা।বিএসএফ যখন গরু ও মোষগুলিকে নদী থেকে উদ্ধারে ব্যস্ত, তখন সুযোগ বুঝে পাচারকরীরা পালিয়ে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে।

আজ সকালে আইনি বিধি বলে গরু ও মহিষগুলিকে সুখচর থানায় সমঝে দিয়েছে বিএসএফ। সুখচর থানার ওসি বিনোদকুমার দাস জানান, ১৬টি গবাদি পশুকে খোয়াড়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৫ সেপ্টেম্বর একইভাবে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পৃথক দুই স্থানে অভিযান চালিয়ে বিএসএফ মোট ২৩টি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে। গবাদি পশু পাচারকারীরা কলা গাছ দিয়ে তৈরি ভুড়ের সঙ্গে অত্যন্ত অমানবিকভাবে গরুগুলিকে বেঁধে নদীপথে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার নতুন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। গরুগুলির গলা বাঁধা থাকে কলাগাছের সঙ্গে। তাই তাদের নাক-মুখ ও মাথা উপরে ভেসে থাকলেও গোটা শরীরা জলের নীচে থাকে। এভাবেই নিদারুণ কষ্ট দিয়ে গবাদি পশু পাচারে লিপ্ত চোরাকারবারিরা।

পঞ্জশিরে যুদ্ধবিমান থেকে তালিবান ঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমা হামলা

কাবুল, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পঞ্জশিরে তালিবানের ঘাঁটি হামলা চালাল এক রহস্যময় যুদ্ধবিমান। বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে বেশ কয়েকজন জঙ্গি। সোমবারই পঞ্জশির দখলে এসেছে বলে দাবি করেছিল তালিবান। এক দিন পরেই পঞ্জশির উপত্যকায় তালিবানের ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাল সামরিক বিমান। স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই হামলার খবর প্রকাশিত হয়েছে। তবে কারা এই হামলা চালিয়েছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য এখনও অবধি জানা যায়নি।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোরে পঞ্জশিরে তালিবানের ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় এক রহস্যময় যুদ্ধবিমান। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের ফলে বেশ কয়েকজন জঙ্গি খতম হয়েছে বলেও খবর। তবে এই বিমান কোন ফৌজের বা কোথা থেকে এসেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। বলে রাখা ভাল, পাক বিমানবাহিনী এবং তালিবানের হামলায় পঞ্জশির উপত্যকার জনবসতিগুলি হাতছাড়া হয়েছে মাসুদ বাহিনীর। তবে তাজিক যোদ্ধারা হিন্দুকুশের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন বলে খবর। সেখান থেকে তালিবান বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন গেরিলা যুদ্ধও চালাতে পারেন তিনি।

প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, বিমানটি পাক বায়ুসেনার হতে পারে। মাসুদের ঘাঁটিতে হামলা চালাতে গিয়ে ভুল করে তালিবানের ডেরায় বোমাবর্ষণ করে ফেলে সেটি। তবে অনেকেই আবার মনে করছেন, যুদ্ধপতি আহমেদ মাসুদকে গোপনে মদত দিচ্ছে তাজিকিস্তান। ফলে তাজিক বায়ুসেনাও এই হামলা চালিয়ে থাকতে পারে। উল্লেখ্য, প্রায় মাসখানেকের লড়াইয়ের পর গতকাল বা সোমবার পঞ্জশির দখল করার কথা ঘোষণা করে তালিবান। শুধু তাই নয়, তালিবানের দাবি, পঞ্জশিরে প্রতিরোধ বাহিনীর অন্যতম নেতা আহমেদ মাসুদের বাড়িরও দখল নিয়েছে তারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবিও ভাইরাল হয়েছে। তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ দাবি করে, "আফগানিস্তানের শেষ প্রদেশ হিসাবে পঞ্জশির এখন আমাদের দখলে। গোটা আফগানিস্তানেরই দখল নিয়েছে তালিবান।" যদিও এই দাবির পাল্টা উত্তরের জোট জানিয়েছে, মিথ্যা দাবি করছে তালিবান। 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফোর্স অফ আফগানিস্তান'-এর টুইট, 'তালিবানের পঞ্জশির দখলের দাবি মিথ্যা। এখনও সেখানে প্রতিরোধ বাহিনী রয়েছে। আমরা লড়াই করছি। আমরা আফগানদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যত দিন না স্বাধীনতা ও নিজেদের অধিকার ফিরে পাব ততদিন লড়াই চলবে।' সেই সঙ্গে, সোমবার রটেছিল আফগানিস্তানের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আমরুল্লা সালেহদেশ ছেড়ে তাজিকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই দাবি এক ভিডিয়ো বার্তায় খারিজ করে দিয়েছেন সালেহ পঞ্জশিরেই তিনি আছেন বলে দাবি করেছেন। —হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

কৃষিজাত সামগ্রীর লাভজনক মূল্য প্রদানের দাবিতে ভারতীয় কিষাণ সংঘের, রাজ্যব্যাপী ধরনা ৯ সেপ্টেম্বর

গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ন্যূনতম সমর্থন মূল্য নয়, কৃষিজাত সামগ্রীর নিশ্চিত লাভজনক বাজারমূল্য প্রদানের দাবিতে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর গোটা অসম জুড়ে অবস্থান-ধরনা কর্মসূচি পালন করবে ভারতীয় কিষাণ সংঘ। এই দাবির ভিত্তিতে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে একটি স্মারকপত্র পাঠিয়েছে সংঘ। আজ মঙ্গলবার গৌহাটি প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় কিষাণ সংঘের অসম শাখার প্রদেশ সম্পাদক কুমুদ শহরিয়া বক্তব্য পেশ করছিলেন। ভারতীয় কিষাণ সংঘের অসম প্রান্ত সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত বরা, সংঘের গুয়াহাটি মহানগর সম্পাদক বিকাশকে দু-পাশে বসিয়ে কুমুদ শহরিয়া বলেন, এই দাবির ভিত্তিতে গত ১১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে একটি স্মারকপত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে কোনও ধরনের সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই ব্যথ্য হয়ে সংশ্লিষ্ট দাবির ভিত্তিতে অসম ছাড়া সমগ্র দেশে ৮ সেপ্টেম্বর অবস্থান-ধরনা সংগঠিত করবে ভারতীয় কিষাণ সংঘ। অসমে এই কর্মসূচি পালিত হবে পরের দিন ৯ সেপ্টেম্বর। তিনি জানান, ৮ সেপ্টেম্বর অসম পালন করবে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের পুণ্যতিথি। তাই অসমে এদিনের পরিবর্তে পরের দিন ৯ সেপ্টেম্বর তাঁরা প্রতিবাদী কর্মসূচি সংগঠিত করবেন।

ভারতীয় কিষাণ সংঘের অসম প্রান্ত সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত বরা বলেন, দেশের কৃষকদের হাতে উৎপাদিত ফসলের লাভজনক বাজারমূল্যের (ন্যায্যমূল্য) দাবিতে তাঁদের সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে কৃষকদের ফসল উৎপাদন করতে যা খরচ হয়, সে তুলনায় লাভের মূল্য নগণ্যতম। কৃষিজাত সামগ্রী উৎপাদনে শ্রমিক, সার, বীজ, পরিবহণ ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের মূল্য।

তিনি বলেন, সরকার কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের লাভজনক বাজার মূল্যের সুরক্ষা দেওয়া দূর, ন্যূনতম সমর্থন মূল্যে ফসল ক্রয়ের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, এতেই অধিক সংখ্যক কৃষক বঞ্চিত হচ্ছেন। এছাড়া সমগ্র ব্যবস্থা অতি গোলমেলে বলে মনে করে ভারতীয় কিষাণ সংঘ।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভায় দলকে মজবুত করার পরামর্শ

গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরাজয় সম্পর্কে আজ মঙ্গলবার এক রোমন্থন সভা সম্পন্ন হয়েছে।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনে রাজ্য সভাপতি ভূপেন বরার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক সভায় দলীয় টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রার্থীদের কী কারণে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে সে সম্পর্কেও বিভিন্ন বক্তা তাঁদের মতামত তুলে ধরেছেন।

আজকের রোমন্থন সভায় কংগ্রেস টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পরাজিত প্রার্থীরা নিজের নিজের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা সংবলিত বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রত্যেক বক্তাই দলীয় সংগঠনকে আরও মজবুত করতে সদর্থক সবল ভূমিকা পালন করার পরামর্শ দিয়েছেন। দলের তৃণমূলস্তরের পাশাপাশি ভ্রাতৃ ও ভগ্নী সংগঠনের সঙ্গে দলের বিভিন্ন শাখাগুলিকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় সে ব্যাপারেও প্রার্থীরা নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুষ্ঠিত সভায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আজকের সভায় প্রাক্তন সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য (সাংসদ) রিপুন বরা, বিধানসভায় বিরোধী উপ-নেতা রকিবুল হুসেন, বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতক ওয়াজেদ আলি চৌধুরী এবং কার্যনির্বাহী সভাপতি বিধায়ক জাকির হুসেনও গঠনমূলক বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য পেশ করেছেন।

সভায় আসন্ন রাজ্য বিধানসভার ছয়টি আসনে উপনির্বাচন, আসন্ন গুয়াহাটি পৌর নিগম সহ স্বশাসিত সংস্থাগুলির নির্বাচনের পাশাপাশি প্রস্তাবিত স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে নিজ নিজ এলাকায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ। সে অনুযায়ী কয়েকজনের ওপর দলকে চাঙ্গা করতে দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।

এদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য জানান, আজকের সভায় প্রদত্ত পরামর্শাবলী আগামীকাল অনুষ্ঠেয় জেলা সভাপতিদের সম্মেলনে তুলে ধরা হবে। এর পর সর্বসম্মতিক্রমে সে অনুযায়ী কার্যকর করার ব্যবস্থা নেবে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।

করোনা বিধি আমান্য, এক ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিল ভিয়েতনামের আদালত

হ্যানয়, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনাবিধি অমান্য করায় কারাদণ্ড! করোনা ছড়ানোর অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিল ভিয়েতনামের আদালত। তিনি ২১ দিনের হোম-কোয়রান্টিন অমান্য করে শহরের রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। ভিয়েতনামের সরকারি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, অভিযুক্তের নাম লে ভান ট্রাই। গত ৭ জুলাই ভিয়েতনামের হো চি মিন শহর থেকে নিজের শহর কা মাউ-তে ফেরেন। হো চি মিন শহরে তখন কোভিড সংক্রমণের বাড়াবাড়ি চলছিল। লো ভান নিজেও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অভিযোগ, বাড়িতে আসার পর তিনি সরকার নির্দেশিত ২১ দিনের হোম-কোয়রান্টিন অমান্য করে শহরের রাস্তায় বেরিয়েছিলেন।

লে ভানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ ওঠে, তাঁর জন্য কা মাউ-তে বেশ কয়েক জনের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়েছে। এমনকি এক ব্যক্তির মৃত্যুও হয়েছে। মামলাটি পিপলস কোর্টে উঠলে বিচারপতি লে ভানকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। কোভিডের প্রথম ঢেউয়ে সংক্রমণকে দারুণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল ভিয়েতনাম। কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দেশে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ১৩ হাজার মানুষের। রাজধানী হ্যানয় এবং বাণিজ্যিক শহর হো চি মিনে সংক্রমণ মারাত্মক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তুলনায় দেশের অন্যান্য প্রান্তে ছবিটা খুব একটা খারাপ নয়। বিপুল সংক্রমণের শহর থেকে তুলনামূলক কম সংক্রমিত এলাকায় এসে সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করাকে ভাল চোখে নেননি স্থানীয় মানুষজন। তাঁরা লে ভানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। শুধু লে ভান একা নন, দেশের অন্য প্রান্তেও করোনাবিধি অমান্য করার জন্য বেশ কয়েক জনের কারাদণ্ড হয়েছে।

মানসিক ভারসাম্যহীন প্রসূতির সন্তানের ঠিকানা হল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ সেপ্টেম্বর।। গত ৫ তারিখ বিলোনিয়া চাইল্ড লাইনে খবর আসে নলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মানসিক ভারসাম্যহীন মমতা দেবনাথ নামে এক মা একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছেন ,হাসপাতালে ডাক্তাররা বললেন শিশুটিকে লালন-পালন করার মতো কেউ নেই পরবর্তী সময়ে চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করেন শিশুটিকে যেন স্পেশাল কেয়ারে রাখা হয়।, শিশুর পিতা দুলাল দেবনাথ বলেন উনার স্ত্রী মানসিক ভারসাম্যহীন তাই উনার ছেলেকে রাখার মত পরিবারের অন্য কেউ নেই এবং উনিও দিনমজুরের কাজ করেন তাই উনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দর্শনের যাতে একটা স্থায়ী ঠিকানা হয়, তাই আজ দুপুর ১ টায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং ঋষ্যমুখ থানায় জিডি এন্টি করে সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় দর্শনকে তুলে দেয়া হয় দক্ষিণ ত্রিপুরার চাইল্ড লাইনের হাতে ,এই কাজে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এবং স্বাস্থ্য আধিকারিক যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন আজ থেকে দর্শনের স্থান হল উদয়পুর শিশু গৃহ। সেখানে শিশুটিকে লালন-পালন করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে দত্তক নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যারা অনলাইনে আবেদন করেছেন তাদের মধ্যে থেকে একজনেরহাতে তুলে দেবেন দর্শনকে , উপস্থিত সকলে দর্শনের সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করছেন।

গুজরাটে বাস উল্টে আহত ৩৫ জন পুণ্যার্থী, যাচ্ছিলেন ভাবনগরে

আহমেদাবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গুজরাটের আহমেদাবাদ জেলায় যাত্রীবোঝাই বাস উল্টে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩৫ জন পুণ্যার্থী। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন ২০ জন। মঙ্গলবার সকালে ৫৫ জন ভক্তকে নিয়ে আহমেদাবাদ থেকে ভাবনগর অভিমুখে যাচ্ছিল একটি বেসরকারি লাক্সারি বাস। চালক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় ধানধুকা থানার অন্তর্গত খাদোল গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাসটি।

দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩৫ জন যাত্রী, তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। তাঁদের চিকিৎসার জন্য আহমেদাবাদের একটি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আফগান ভূমে পাকিস্তান ও আইএসআই-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মহিলাদের

কাবুল, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আফগানিস্তানের মাটিতে পাকিস্তান ও আইএসআই-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। মঙ্গলবার কাবুলের রাস্তায় এই বিক্ষোভ দেখালেন আফগান মহিলারা। সেই বিক্ষোভ মিছিলে উঠল পাক-বিরোধী স্লোগান। মিছিল থামাতে গুলি চালায় তালিবান। যদিও গুলিতে কেউ হতাহত হয়েছেন কি না তা এখনও জানা যায়নি। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে কাবুলের রাস্তায় শুরু হয় মিছিল। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল আফগানিস্তানের পতাকা। মিছিলে পুরুষরা থাকলেও মহিলাদের আধিক্যই ছিল বেশি। বেশ কিছুক্ষণ মিছিল হওয়ার পরে শূন্যে গুলি চালানো শুরু করেন তালিব যোদ্ধারা। এই মিছিলের ভিডিয়ো প্রকাশ হয়েছে নেটমাধ্যমে। সেখানে দেখা যাচ্ছে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছেন আফগানরা। 'স্বাধীনতা চাই' থেকে শুরু করে 'পাকিস্তান দূর হটো', 'আইএসআই দূর হটো' প্রভৃতি স্লোগান তুলতে থাকেন তাঁরা। একটি ভিডিয়োতে এক আফগান মহিলাকে বলতে শোনা যায়, "পাকিস্তান বা তালিবান, পঞ্জশির দখল করার অধিকার কারও নেই। এই প্রতিবাদ চলবে। আমাদের স্বাধীনতা দিতেই হবে।" হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

চাঞ্চল্যকর অভিযোগ মেহবুবার, বললেন তাঁকে ফের গৃহবন্দী করা হয়েছে

শ্রীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি সভানেত্রী মেহবুবা মুফতি। মঙ্গলবার টুইট করে মেহবুবা দাবি করলেন, তাঁকে ফের গৃহবন্দী করা হয়েছে। এদিন একটি টুইট করেন মেহবুবা, সেই টুইটে তিনি জানান শ্রীনগরের গুপকার রেসিডেন্সে তাঁর বাড়ির সামনে সুরক্ষা বাহিনীর গাড়ি দাঁড় করানো হয়েছে।

টুইটে মেহবুবা মুফতি লেখেন, আমাকে মঙ্গলবার গৃহবন্দী করা হয়েছে, কারণ প্রশাসন অনুযায়ী কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিকের থেকে অনেক দূরে। স্বাভাবিকতা নিয়ে তাঁদের ভুয়ো দাবি প্রকাশ্যে আনল। কেন্দ্রকে আক্রমণ করে মেহবুবা বলেন, ভারত সরকার আফগান জনগণের অধিকারের জন্য উদ্বিগ্ন, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কাশ্মীরিদের উপেক্ষা করছে।

বিজেপির অসম প্রদেশ বিভিন্ন মোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষিত, মহিলা ও তফশিলি জাতি মোর্চার সভানেত্রী পদে যথাক্রমে আঙুরলতা এবং মুন স্বর্ণকার

গুয়াহাটি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ নেতৃত্ব দলের বিভিন্ন মোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটি আজ মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা কর্তৃক ঘোষিত মোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটিগুলো যথাক্রমে অসম প্রদেশ মহিলা মোর্চা, প্রদেশ কিষাণ মোর্চা, প্রদেশ তফশিলি জাতি মোর্চা, প্রদেশ সংখ্যালঘু মোর্চা, প্রদেশ তফশিলি জনজাতি মোর্চা এবং প্রদেশ যুব মোর্চা।

হেঙরাবাড়িতে অবস্থিত প্রদেশ বিজেপির সদর দফতরে আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভবেশ কলিতা দলীয় বিভিন্ন মোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেছেন।যুব মোর্চার সভাপতি পদে সিদ্ধাংশু অঙ্কুর বরুয়া, জুনজ্যোতি কাশ্যপ সহ আটজনকে উপ-সভাপতি এবং হিমাংশু শেখর বৈশ্য ও রক্তিম খাটনিয়ারকে যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। এভাবে দেবজিৎ বরাকে কিষাণ মোর্চার সভাপতি, মৃণাল শইকিয়া সহ সাতজনকে উপ-সভাপতি এবং নিবারণ লহকর ও ইন্দ্রানী তহবিলদারকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন ভবেশ কলিতা। তফশিলি জনজাতি মোর্চার সভাপতি পদে শিবনাথ ব্রহ্ম, রণেন নার্জারি সহ ছয়জনকে উপ-সভাপতি, তিলতমা হাসনু এবং দিগন্ত পাদুনকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি।

এছাড়া প্রাক্তন বিধায়ক আঙুরলতা ডেকাকে প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী, প্রেমদা ভুইয়াঁ সহ ছয়জনকে উপ-সভানেত্রী, হিমাশ্রী দেবী এবং পূরবী রায়কে সাধারণ সম্পাদিকা করা হয়েছে। করিমগঞ্জের মুন স্বর্ণকারকে প্রদেশ তফশিলি জাতি মোর্চার সভানেত্রী, শ্যামল প্রসাদ শইকিয়া সহ ছয়জনকে উপ-সভাপতি এবং সীমান্ত দাস ও অর্জুন মজুমদারকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। এভাবে, প্রদেশ সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি পদে শান্তিয়াজ কুজুর, প্রাক্তন বিধায়ক অশোককুমার সিংঘী সহ ছয়জনকে উপ-সভাপতি এবং সাহিদুল ইসলাম ও মোস্তাক উদ্দিন আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক; অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণি মোর্চার সভাপতি পদে প্রাক্তন বিধায়ক অশ্বিনী রায়সরকার, উৎপল নেওগ সহ ছয়জনকে উপ-সভাপতি এবং নিপন চেতিয়া ও সৌরভ কুমার নাথকে সাধারণ সম্পাদক পদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক মোর্চার সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সহ-কোষাধ্যক্ষ, মিডিয়া আহ্বায়ক, কার্যালয় সম্পাদক, সোশাল মিডিয়া আহ্বায়ক অধ্যয়ন বিভাগ আহ্বায়ক পদেও বিভিন্নজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা নবগঠিত সব কয়টি মোর্চার সকল নেতৃবর্গ সমাজের সকল স্তরে দলীয় ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তোলা সহ দলের প্রচার ও প্রসারে নিজেদের একশো শতাংশ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা উজার করে দেবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য চা জনজাতি মোর্চার সভাপতি দিগন্ত ঘাটোয়ারের পরিবারের সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সে জন্য আজ চা জনজাতি মোর্চার পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ কমিটি ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি। হিন্দুস্থান সমাচার /

শিক্ষক আন্দোলন ঠেকাতে উদ্যোগী শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : একেই গত বছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতির মাঝেই প্রতিনিয়ত বাড়ছে শিক্ষকদের বিক্ষোভ। আর এবার শিক্ষক আন্দোলন ঠেকাতে ময়দানে খোদ রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু মঙ্গলবার এমনটাই খবর সূত্রের।

করোনা আবহের মাঝেই মাঝেমধ্যেই শোনা যাচ্ছে চাকরির দাবিতে পথে নামছে হবু শিক্ষকরা। আবার অনেক সময় চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি তুলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে শিক্ষিকারা। তবে, শিক্ষকদের আন্দোলন ঠেকাতে উদ্যোগী হলেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি লিখলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সূত্রের খবর, চিঠিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন ব্রাত্য বসু।

২০তম রাজ্যভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী কুলদেবী সংগ্রংমা পুজার শুভ সূচনা

আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিই সবাইকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিই সবাইকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। রাজ্যের জনজাতিদের ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সংস্ক'তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজ্য সরকার। গতকাল রাতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার মনুবাজারে রিয়াং (ব) জনজাতিদের ২০তম রাজ্যভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী কুলদেবী সংগ্রংমা পূজার শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ মুঘল এবং ইংরেজ শাসনও আমাদের সংস্ক'তিকে লান করতে পারেনি। রাজ্যে বসবাসরত মিজোরামের রিয়াং উদ্বাস্তুদের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সমস্যার সমাধানে বিগত দিনে আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করে তার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ত্রিপুরার স্থায়ী নাগরিক হিসাবে বসবাসের সুযোগ তৈরির ফলে এক সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের সধান পেয়েছেন তারা। তার পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক জীবন মান উন্নয়নে বিশেষ ভাবে নজর দিয়েছে সরকার। অন্ত্যোদয়ের মাধ্যমে তাদের জন্য আরও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময়ে নিজ দেশেই তাদের জন্য শরনার্থী শব্দ ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে তারা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে যোগ্য মর্যাদা পেয়েছেন। তাদের স্থায়ী ঠিকানা প্রদানে দ্রততা আনার লক্ষ্যে স্পেশাল টিমকে দায়িত্ব দিয়ে গুরুত্ব সহকারে কাজটি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার থেকে প্রমাণিত হয় জনজাতিদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কতটা আন্তরিক। উত্তর পূর্বা'লের অষ্টলক্ষীর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার ফলে এই রাজ্যগুলির সমৃদ্ধির পথ সুগম হচ্ছে। জনজাতিদের উন্নয়নে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের আর্থসামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী রাজ্য সফরের সময়ে ১৩শ কোটি টাকা আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন। জনজাতিদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে ও স্থায়ী উন্নয়নে এই সহায়তা বিশেষ ভূমিকা নেবে। বর্তমানে ছামনুসহ বিভিন্ন জনপদগুলিতে সমান্তরাল উন্নয়নের ছোয়া লেগেছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে একলব্য বিদ্যালয় নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত দিনে রাজ্যে আন্দোলনের নামে বিভেদ তৈরী করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার ঐক্য স্থাপনের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীন বিকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ। শান্তিই উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। বর্তমানে সমগ্র রাজ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ রয়েছে। জনজাতি মহিলাদের যেন আর দূরবর্তী এলাকা থেকে জল সংগ্রহ করতে না হয় তার জন্য ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতি বাড়িতে পরিশ্রত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে সরকার। তার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনায় গ্যস সংযোগ, কিষাণ সম্মাননিধি, সহায়ক মূল্যে ধানক্রয়, অটল জলধারা মিশন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, স্বচ্ছভারত মিশনে শৌচালয় নির্মাণ, উন্নত সড়ক, জীবনযাত্রার মানকে অনেকটাই বদলে দিচ্ছে। জনজাতি এলাকাগুলিতে সমানভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে উন্নয়মূলক কর্ময'। এদিনের অনুষ্ঠানে রিয়াংদের এই বিশেষ ঐতিহ্যবাহী কুলদেবী সংগ্রংমা পূজার দিনটিকে সরকারি ছুটির ঘোষণা দাবি জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, রিয়াং সমাজ অধিপতি কাসকাউ অনীল চন্দ্র রিয়াং, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক র'তি দাস, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সাজ ওয়াহিদ প্রমুখ।

রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে শিল্প স্থাপনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ঃ শিল্প ও বণিজ্য মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে শিল্প স্থাপনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগীদের উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দিতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় তিনি আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গত সাড়ে তিন বছরে রাজ্যের শিল্প উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তা দ্রত ও সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিল্পের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সময় সময় শিল্প কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মন্ত্রী শ্রীদেব।

সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা টি কে চাকমা জানান, রাজ্যে ২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ এই চারটি অর্থবর্ষে ৫,৮৫৮টি ক্ষুদ্র, ৮৬৮টি ছোট এবং ২৯টি মাঝারি শিল্প ইউনিট রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। তাতে মোট ৪৫ হাজার ৭৭২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিনিয়োগ হয়েছে মোট ৯৫০ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। তিনি আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৭টি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এবং বোধজংনগর ও আরকে নগরে ২টি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার রয়েছে। বোধজংনগর শিল্পা'লে রয়েছে ফুড পার্ক, ব্যাম্বো পার্ক, এ'পোর্ট প্রোমোসন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাবার পার্ক ইত্যাদি। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা জানান, প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রকল্পে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ এই তিন অর্থবছরে মোট ৩,১৬৯ জনকে ১৮৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ঐ তিন অর্থবছরে স্বাবলম্বন প্রকল্পে ৬ হাজার ৪৪ জনকে ১৬৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে শ্রীনগর এবং কমলাসাগরে ২টি বর্ডার হাট রয়েছে। কমলপুর ও রাগনায় আরও ২টি বর্ডার হাট স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। রাজ্যে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে মোট ১,৯৪৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য হয়েছে।

শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা সভায় আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ১৮টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাতে মোট ৪,১৫০ জনের পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও সভায় তিনি চা শিল্প, বাঁশ শিল্প, রাবার শিল্প, প্রাক'তিক গ্যাস, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট অধিকর্তা স'য় চক্রবর্তী জানান, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ২.০ প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ২৯ হাজার ৮৯১ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সমর্থ প্রকল্পে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১,৫৪৮ জনকে হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তর জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অর্থে ৫৪০ জনকে, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের ফাণ্ডে ২৬৮ জনকে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ফাণ্ডে ৩৬৯ জনকে, বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ডে মোট ২,৪১৯ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এরমধ্যে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেও দেওয়া হয়েছে। পর্যালোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব ডা. প্রশান্ত কুমার গোয়েল ও দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জনকল্যাণে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। জনকল্যাণে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করতে হবে। সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের মিশন মুডে কাজ করতে হবে। আজ জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতি হলে জিরানীয়া ব্লকভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, কোন অবস্থায় যাতে জনগণকে সমস্যার মুখে পড়তে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণ করতে হবে, যাতে করে সরকারের সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করা সম্ভব হয়। সভায় তিনি বলেন, আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সমগ্র রাজ্যে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রত পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মিশন মুডে এই কাজ রূপায়ণ করতে হবে। জিরানীয়া ব্লকের যে সকল এলাকায় পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে সেই এলাকাগুলি দ্রত চিহ্নিত করে সেখানে পানীয়জলের সুযোগ পৌঁছে দিতে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জিরানীয়া ব্লকে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে তার বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। তিনি ব্লকের পিএম কিষাণ, সহায়ক মূল্যের ধান ক্রয়ের অগ্রগতি নিয়ে খোঁজ খবর নেন। সভার শুরুতে ব্লকের বিডিও উৎপল চাকমা ব্লকের বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। বিডিও জানান, জিরানীয়া ব্লকের শচীন্দ্রনগর গ্রাম প'ায়েতকে মুখ্যমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মঞ্জু দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএসি'র চেয়ারম্যান শুভমনি দেববর্মা ও মহকুমা শাসক জীবনকৃষ্ণ আচার্য। এদিকে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ জিরানীয়া আইসিডিএস প্রোজেক্টের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস ও মাত্র বন্দনা সপ্তাহের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী ১০ জন গর্ভবতী মহিলার হাতে পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট তুলে দেন।

জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ সেপ্টেম্বর।। খোয়াইয়ে পুকুরে পড়ে গিয়ে সলিল সমাধি হয়েছে তিন বছরের শিশু বিশ্বজিৎ আচার্য এর। মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনা মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ খোয়াই থানার অন্তর্গত পশ্চিম সোনাতলা এলাকায়। প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকজন জলাশয় থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অন্যদিনের মত আজ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ প্রতিবেশীর বাড়িতে এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ শিশুটি প্রতিবেশী অমল দেবের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে পুকুরের সামনে দিয়ে আসছিল। পনের মিনিট পর প্রতিবেশী অমল দেবের স্ত্রী শিশু বিশ্বজিৎ আচার্য বাড়ি ফিরেছে কিনা দেখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই পুকুরের জলে ভেসে রয়েছে। চিৎকার-চেঁচামেচি করতেই প্রতিবেশী সহ শিশুর পরিবারের সদস্যরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশুকে উদ্ধার করে সাথে সাথে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে।

২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করারলক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। কৃষকদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাণ্ড প্রকল্পে ত্রিপুরার জন্য যে ৩৬০ কোটি টাকার ঋণের সংস্থান করা হয়েছে তার জন্য রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। আজ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার এবং কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্য সহ অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং ক'ষিও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রীদের সঙ্গে কৃষকদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ এবং প্রকল্প বিষয়ক এক ভার্চুয়াল সভায় অংশ নেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। রাজ্য সচিবালয় থেকে ভার্চুয়ালী এই সভায় রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক সহ ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভার্চুয়ালী এই সভার আলোচনায় অংশ নিয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, বর্তমানে রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ২৩টি ব্লকে ফার্মার প্রোডিউসার অর্গেনাইজেশন (এফপিও)-এর কাজ চলছে এবং সহসাই এই কাজ সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত রাজ্যের ২ লক্ষ ৪০ হাজার ২৬৩ জন কৃষককে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৮১৮ জন কৃষককে কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণের সুবিধা পাওয়ার জন্য সংযুক্ত করা হয়েছে। চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৪৫ জন কৃষককে কেসিসি লোনের জন্য অর্ন্তভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রায় ৩ লক্ষ কৃষকের ডাটা বেইস তৈরি করে কৃষি দপ্তরের সাথে জড়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই ডাটা বেইসকে স্টেট ল্যাণ্ড রেকর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। এর ফলে রাজ্যের কৃষকরা খবই উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যে প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমিতে তৈলবীজ চাষের উদ্যোগ নিয়েছে। সম্পতি কেন্দ্রীয় সরকারের ভোজ্য তেল-পাম তেলের উপর জাতীয় মিশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কৃষি মন্ত্রী জানান, সারা রাজ্যে বর্তমানে ৯৬.৫০ হেক্টর জমিতে পাম ওয়েলের চাষ হচ্ছে। আগামীতে পাম তেলের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি রাজ্যের কৃষকদের মুনাফা ব'দ্ধিরও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে কৃষি মন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। ক'ষি মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে উৎপাদিত আনারস, কাঁঠাল সহ সুগন্ধী লেবু দেশের বাইরে রপ্তানি হচ্ছে। কৃষকরা বর্তমানে বেশি পরিমানে এইগুলি উৎপাদনে এগিয়ে আসছেন এবং লাভবানও হচ্ছেন। রাজ্য সরকার কৃষকদের সুবিধার্থে ছোট ছোট কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করার পাশাপাশি পতিত জমির ব্যবহারেও উদ্যোগ নিচ্ছে বলে তিনি জানান। এদিনের ভার্চুয়াল সভায় বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রীগণ কৃষকদের কল্যাণে রাজ্যে রূপায়িত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

সম্প্রসারিত

● প্রথম পাতার পর

যাত্রার সময় যাত্রীকে নিজেদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছনোর পর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্বাস্থ্য বিধি মানতে হবে। সমস্ত যাত্রীকে এ সম্পর্কে রেলওয়ে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সাথে সহযোগিতা করার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

অসমে

● প্রথম পাতার পর

তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, আমার লড়াই শুধুমাত্র গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড, আমার জমি ও আমার জনগণের জন্য। ত্রিপুরার বাকি অংশের জন্য তামিলনাড়ু কিংবা মহারাষ্ট্র থেকে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হলেও আমার আপত্তি নেই। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হবেন, এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে প্রদ্যুৎ এ-কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য, ভারতীয় নাগরিক হিসেবে দেশের যে কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অধিকার রয়েছেন সকলেরই।

আটক

● প্রথম পাতার পর

তেবারিয়া এলাকায় জনগণের হাতে আটক হয় বিজেপির উপ-প্রধানের ছেলে।এমনটাই আমাদের সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে জানিয়েছেন এই এলাকার বিজেপির উপ-প্রধান রত্না রানী দত্ত সাহা। তিনি অবশ্য বিষয়টিএড়িয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন।এখন দেখার বিষয় বিশালগড় থানার পুলিশ এই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা এলাকার লোকজন। অভিযুক্ত প্রতারকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

হেফাজত

● প্রথম পাতার পর

জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত, পান্না দেব ইতিপূর্বে কংগ্রেসের কাউন্সিলর ছিলেন। তার পর তিনি গত কয়েকবছরে একাধিকবার দলবদল করেছেন। সম্প্রতি তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ইন্দ্রনগর এলাকায় দাপুটে নেত্রী হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। তাঁর গ্রেফতারিতে ত্রিপুরায় তৃণমূল কিছুটা বেকায়দায় পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

স্বামী মানিক মিয়া তার সৎ শাশুড়ির সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর সেই কথা জেনে ফেলার অপরাধে প্রতিনিয়তই নিজ স্ত্রী ফিরোজা বেগমের উপর অত্যাচার করত বলে অভিযোগ করেন ফিরোজা। গত পাঁচ সেপ্টেম্বর রবিবারও ফরিজাকে মারধর করে তার স্বামীর মানিক মিয়া। এতে গুরুতর আহত হন ফরিজা।

তার মাথায় এবং বুকে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। পরবর্তী সময় এই ঘটনা শুনে ফরিজার বড় বোন অমরপুর থেকে ছুটে এসে তাকে সোমবার বিকালে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ফরিজা গুরুতর আহত অবস্থায় গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ফরিজা জানান সুস্থ হওয়ার পর স্বামী মানিক মিয়ার বিরুদ্ধে উদয়পুর আরকে পুর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে জানান ফিরোজা বেগম।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির মতো একটি আধুনিক ও ভবিষ্যত নীতি রয়েছে। দেশে লাগাতার শিক্ষা সেক্টরে একের পর এক নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, বড় পরিবর্তন হতেও দেখা যাচ্ছে। দেশ সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের সঙ্গে সবকা প্রয়াসের যে সঙ্কল্প নিয়েছে, বিদ্যাঞ্জলি ২.০ তার জন্য একটি জীবন্ত প্ল্যাটফর্মের মতো।'

শিক্ষকদের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের শিক্ষকরা নিজেদের কাজকে শুধুমাত্র পেশা মনে করেন না, শিক্ষকতা তাঁদের কাছে মানবিক অনুভূতি, একটি পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব। এজন্য আমাদের এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পেশাদার সম্পর্ক তৈরি হয় না, বরং পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি হয়।' আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে অলিম্পিয়ান ও প্যারালিম্পিয়ানদের ৭৫টি স্কুলে যাওয়ার কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমি সমস্ত অলিম্পিয়ান ও প্যারালিম্পিয়ানদের আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে ৭৫ টি স্কুল পরিদর্শন করতে বলেছি। তাঁরা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করবে। এই ক্রীড়াবিদরা ভবিষ্যতে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করতে পারে।'

আশ্বাস তথ্য মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। প্রেস জ্যাকেট নিয়ে এদিনের সভায় একাধিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি বৈষম্যের অভিযোগ এনেছেন। বিশেষ করে সরকারী খরচে জ্যাকেট বন্টনে দফতরের সরাসরি কেন যুক্ত ছিল না, সেই প্রশ্ন উঠেছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক দিবাকর দেবনাথ সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি উল্লেখ করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে আরও দ্রুত প্রেস রিলিজ সরবরাহের প্রস্তাব রাখেন তিনি। সাথে তিনি প্রকৃত সাংবাদিকদের এক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান এবং ওই কার্ড দেওয়ার পূর্বে পুলিশ ভেরিফিকেশন পুণরায় চালুর আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে, চ্যানেল দিনরাত ও হাল্লাবলের প্রতিনিধিরা ক্যাবলে সম্প্রচার বন্ধের বিষয়ে তথ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া, বি টিভির প্রতিনিধি বিজ্ঞাপন বন্টনে বৈষম্যের অভিযোগ করেছেন। সভায় আজকের ফরিয়াদ পত্রিকার সম্পাদক শানিত দেবরায় সংবাদ মাধ্যম তথা সাংবাদিকদের সমস্যা নিরসনে প্রতি তিনমাস অন্তর আলোচনা সভা করার প্রস্তাব রাখেন। এছাড়া তিনি সংবাদ কর্মীদের সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণ সহ কোথাও সাংবাদিক আক্রান্ত হলে দ্রত পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি পেশ করেন। সত্যভাষণ পত্রিকার সম্পাদক নবেন্দু ভট্টাচার্য মতবিনিময়ে অংশ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সার্বিক মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দেন। সাংবাদিকদের বেতনকাঠামো চালু করা সহ সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মানোন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি, তথ্য দফতরের প্রেস রিলিজের গুনমান বৃদ্ধির জন্য জোর সওয়াল করেছেন।

আজ রাজ্য অতিথিশালায় রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের ট্রাস্টি, সম্পাদক ও সংবাদ প্রতিনিধিদের সাথে পরিচিত হয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সংবাদমাধ্যম হচ্ছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সংবাদ মাধ্যম ছাড়া জনকল্যাণে রূপায়িত সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই কাজে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের প্রচার ও প্রসার হয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর রাজ্য সরকারের চোখ ও কান। এই সভায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীকে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ট্রাষ্ট্রি, সম্পাদক ও সংবাদ প্রতিনিধিদের সাথে পরিচিত হন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী।

সভায় রাজ্যের সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কি কি সমস্যা রয়েছে সেবিষয়ে সম্পর্ণ অবগত হন তিনি। শুনে নেন তাদের প্রস্তাব ও বক্তব্য। সভায় সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের আলোচনা ও পরামর্শ শুনে তিনি সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, তিন মাস অন্তর অন্তর যাতে সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে এধরণের মতবিনিময় সভা করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি সভায় আশ্বস্ত করেন, কারোর প্রতি কোন পক্ষপাত করা হবে না। রাজ্য সরকার সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে সাধ্যমতো কাজ করে যাবে। কর্মরত সাংবাদিকদের প্রেস জ্যাকেট প্রদান যাতে স্বচ্ছতার সাথে হয় সেবিষয়টিও গুরুত্বের সাথে দেখা হবে। প্রয়োজনে প্রেস জ্যাকেট প্রদানের সংখ্য আরও বাড়ানো হবে। বিজ্ঞাপন নীতি সম্পর্কেও তিনি খোজ নেবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সংবাদ প্রতিনিধিদের প্রস্তাব অনুসারে যাতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরেজী প্রেস রিলিজ করা যায় সেবিষয়টিও খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, সরকারের মিডিয়া পলিসি যাতে বাস্তবায়িত হয় সেটাও গুরুত্বের সাথে দেখা হবে। তিনি বলেন, দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে তিনি সাধ্যমতো কাজ চালিয়ে যাবেন। গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে ভুলক্রটি উঠে আসবে। তাতে ভুলক্রটি দূর করে কাজে আরও গতি আসবে। কর্মরত সাংবাদিকদের এক্রিডিটেশন কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রেও অধিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। যাতে সঠিক ব্যক্তির হাতে এই কার্ড পৌঁছায়। তাছাড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রেস রিলিজের গুণমান আরও কিভাবে বাড়ানো যায় তা খতিয়ে দেখা হবে।

সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম সময়ে সময়ে মানুষের কাছে পৌঁছানোর অন্যতম গুরুদায়িত্ব রয়েছে সাংবাদিকদের উপর। কোভিড কালীন পরিস্থিতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন সাংবাদিকরা। রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের সার্বিক কল্যাণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা জারি রেখেছে। সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকার সাধ্যমতো সহায়তা করছে। ইতিমধ্যে পেনশন স্কিম চালু হয়েছে। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস দপ্তরের পক্ষ থেকে উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

লাঠিচার্জ

● প্রথম পাতার পর

ভবনের সামনে ধরনা প্রদর্শন করেন। সকাল গড়িয়ে বিকেল হলে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার তরফে আগামীকাল এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের আজকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে হবে বলে অনড় থাকেন এবিভিপির সদস্যরা। ফলে সন্ধ্যা হয়ে গেলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিগড়ে যেতে পারে বলে পুলিশ ধরনা থেকে উঠে যাওয়ার আবেদন জানায়। কিন্তু তাতেও তাঁরা আমল দেননি, ধরনা কর্মসূচি চালিয়ে যান। ফলে, বাধ্য হয়ে পুলিশ তাঁদের উপর বল প্রয়োগ করে। তখন বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তিও হয়েছে।

এদিকে, পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে পুলিশ বাধ্য হয়ে লাঠিচার্জ করেছে। পুলিশ বলপ্রয়োগ করতেই ধরনাস্থল ছেড়ে চলে যান বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা। সাথে ডিএলএড পরীক্ষার্থীরাও পুলিশের মারের ভয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে থেকে চলে যান। পুলিশের লাঠিচার্জে কয়েকজন আহত হয়েছেন। রূপম দত্তের দাবি, পুলিশের মারে বিদ্যার্থী পরিষদের ২৫ জন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তাঁর অভিযোগ, আজকের এই ঘটনার জন্য পুলিশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী। কারণ, দাবি আদায়ে আন্দোলন করা ছাত্রদের অধিকার। সেই গণতান্ত্রিক অধিকারে পুলিশের বলপ্রয়োগ কখনও কাম্য নয়।

আজকের ঘটনার জেরে শিক্ষা দফতর জরুরি সাংবাদিক সম্মেলন করে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেছে। উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা এনসি শর্মার দাবি, আগামীকাল ডিএলএড-এর অনলাইন পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা একদিনও অপেক্ষা করতে চাইছিলেন না। ফলে, পুলিশের সহায়তায় শিক্ষা ভবন অবরোধ মুক্ত করা হয়েছে। বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তা চাঁদনী চন্দন বলেন, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মৃদু লাঠিচার্জ করেছে। তাতে বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মকর্তারা সামান্য আঘাত পেয়েছেন।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ানপাশা এলাকায় দূর্ঘটনার কবলে পড়ে পা ভেঙ্গে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিল অসিত।প্রতিদিনের ন্যায় অসিতকে ঘরে রেখে তার মা ও দুই ভাই প্রয়োজনীয় কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। বিকেল বেলা পরিবারের লোকজনরা ঘরে ফিরে দেখতে পান নিজ ঘরে অসিত নাথের মৃতদেহ ফাঁসিতে ঝুলানো অবস্থায় রয়েছে। তখন তার মা ও ভাইরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে আশপাশের জনগণ ছুটে এসে খবর দেন ধর্মনগর থানায়।ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে।পাশাপাশি ধর্মনগর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।তবে এটা আত্মহত্যা না হত্যা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।এদিকে অসিত নাথের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় ধর্মনগর থানার পুলিশ। অপরদিকে মাঝ বয়সী যুবক ফাঁসি লেগে আত্মঘাতী হওয়াতে গোটা কালিকাপুর এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের জন্য ১৬ জনের দল ঘোষণা করল ইসিবি

ইংল্যান্ড, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ওভাল টেস্টে হারের পর পঞ্চম তথা ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে জিততে মরিয়া ইংল্যান্ড। শুক্রবার ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের জন্য ১৬ জনের দল ঘোষণা করেছে। সেই দলে ফিরেছেন জোস বাটলার এবং জ্যাক লিচ।

বাটলারের স্ত্রী সম্প্রতি দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সন্তানের জন্মের সময়ে স্ত্রীর পাশে থাকতেই ওভাল টেস্টে খেলেননি ব্রিটিশ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। এ দিকে ২০১৯ সালের পর থেকে ইংল্যান্ডে জাতীয় দলের হয়ে একটি ম্যাচও খেলননি জ্যাক লিচ। ঘরের মাঠে জাতীয় দলে সুযোগ না পেয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন লিচ। অবশেষে ওল্ড ট্রাফোর্ডের জন্য ১৬ জনের দলে তাঁকে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার ইসিবি-র তরফে বলা হয়েছে, 'ভারতের বিরুদ্ধে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে শুরু হতে চলা টেস্ট ম্যাচের জন্য ইংল্যান্ডের হেড কোচ ক্রিস সিলভারউড ১৬ জন প্লেয়ারের নাম দিয়েছে।'

জোস বাটলার এবং জ্যাক দলে দলে ফিরলেও বাদ পড়লেন সাম বিলিংস। যদিও তিনি ওভাল টেস্টে খেলেননি। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এই মুহূর্তে ২-১ এগিয়ে রয়েছে বিরাট কোহলির ভারত। পঞ্চম টেস্টের জন্য ইংল্যান্ডের ১৬ জনের টিম: জো রুট (অধিনায়ক), মইন আলি, জেমস অ্যান্ডারসন, জনি বেয়ারস্টো, রোরি বার্নস, জো বাটলার, স্যাম কুরান, হাসিব হামিদ, ডান লরেন্স, জ্যাক লিচ, দাওয়িদ মালান, ক্রেগ ওভারটন, অলি পোপ, অলি রবিনসন, ক্রিস ওকস, মার্ক উড। হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন ২ ভারতীয় তারকা

দুবাই, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর জায়গা ধরে রাখলেন দুই ভারতীয় তারকা মিতালি রাজ ও শেফালি বর্মা। মেয়েদের আইসিসি বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ে ওয়ান ডে-তে শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন মিতালি রাজ। অন্যদিকে টি-২০ তেও এক নম্বর ব্যাটারের সিংহাসন ধরে রেখেছেন ১৭ বছরের শেফালি।

ওয়ান ডে ব্যাটারদের প্রথম দশে মিতালি ছাড়া নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন স্মৃতি মন্ধনা। তিনি রয়েছেন ৯ নম্বরে। টি-২০ ব্যাটারদের প্রথম দশেও নিজের অবস্থান বজায় রেখেছেন মন্ধনা। তিনি রয়েছেন ৩ নম্বরে। সুতরাং, ওয়ান ডে ও টি-২০ উভয় ফর্ম্যাটে প্রথম দশজন ব্যাটারদের তালিকায় একমাত্র ভারতীয় হলেন মন্ধনা।

ওয়ান ডে বোলারদের প্রথম দশে আগের মতই পাঁচ নম্বরে রয়েছেন ঝুলন গোস্বামী এবং ৯ নম্বরে রয়েছেন পুণম যাদব। টি-২০ বোলারদের প্রথম দশে দীপ্তি শর্মা ৬ নম্বরে উঠে এসেছেন। পুণম যাদব রয়েছেন ৮ নম্বরে।

দীপ্তি টি-২০ অল-রাউন্ডারদের তালিকাতেও নিজের অবস্থান মজবুত করেছেন। তিনি একধাপ উন্নতি করে চার নম্বরে উঠে আসেন। টি-২০'র মত ওয়ান ডে অল-রাউন্ডারদের তালিকাতেও ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি দীপ্তি। তিনি ওয়ান ডে অল-রাউন্ডারদের তালিকার পাঁচ নম্বরে রয়েছেন।

এসসি ইস্টবেঙ্গলের পথেই গত মরসুমের সেরা গোলকিপার অরিন্দম

অরিন্দম ভট্টাচার্যকে সই করাল এসসি ইস্টবেঙ্গল। বেশ কয়েক দিন ধরেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিল এসসি ইস্টবেঙ্গলের। সোমবার লাল-হলুদে সই করলেন গত আইএসএল-এর সেরা গোলকিপার হওয়া অরিন্দম। সূত্র মারফতসেরকমই জানা গিয়েছে। এসসি ইস্টবেঙ্গল বা অরিন্দম নিজে এ ব্যাপারে কিছু জানাননি।গত মরসুমে এটিকে মোহনবাগানের হয়ে খেলেছিলেন অরিন্দম। কিন্তু এই মরসুমে এটিকে মোহনবাগান দলে নিয়েছে অমরেন্দ্র সিংহকে। ফলে এটিকে মোহনবাগানে অরিন্দমের ভবিষ্যতঅনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তিনি সবুজ-মেরুনের কাছ থেকে অব্যাহতি চান। মোহনবাগানও আপত্তি করেনি।এসসি ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল খেলা নিশ্চিত হতেই তারা গোলকিপারের জন্য অরিন্দমের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে। কিন্তু আর্থিক বিষয়ে কিছুতেই একমত হতে পারছিল না দুইপক্ষ। শেষপর্যন্তজটকাটে।এসসি ইস্টবেঙ্গলে সই করেন অরিন্দম। গত মরসুমের সেরা গোলকিপারকে নেওয়ার দৌড়ে ছিল কেরল ব্লাস্টার্স এবং মুম্বই সিটি এফসি-ও।

ইউএস ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডে হেরে ছিটকে গেলেন বোপান্না -ডডিচ জুটি

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তৃতীয় রাউন্ডে হেরে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন রোহান বোপান্না ও ইভান ডডিচ জুটি। ইউএস ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডে চুতর্থ বাছাই রাজীভ রাম ও জো স্যালিসবারির বিরুদ্ধে হেরে গেলেন বোপান্না-ইভান ডডিচ জুটি। তৃতীয় রাউন্ডে তিন সেটের কড়া টক্করের পর পরাজিত হলেন বোপান্নারা। এই হারের ফলে এবারের যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ভারতের আশা শেষ হয়ে যায়। প্রথম সেটে শুরুটা মন্থরভাবে করেও ম্যাচ টাই ব্রেকারে পৌঁছালে বোপান্নারা নিজেদের সেরাটা বের করে আনেন। ৫-১ এগিয়ে যাওয়ার পর রাজীভরা পর পর দুই পয়েন্ট নিয়ে ফিরে আসার আশা জাগলেও, তাতে দল ঢেলে সেট নিজেদের নামে করে ইন্দো-ক্রোট জুটি। দ্বিতীয় সেটের চতুর্থ গেমে ব্রেক পয়েন্ট পেয়ে ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ চলে আসে বোপান্নাদের কাছে। তবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে তাঁরা ব্যর্থ তো হনই, উপরন্তু নবম গেমে ডডিচের সার্ভ ব্রেক করতে সক্ষম হন রাজীভ-জো। ম্যাচের হাওয়া বদলের ইঙ্গিত স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছিল। ৬-৪ দ্বিতীয় সেট জিতে রাজীভরা ম্যাচে সমতা ফেরানোর পর তৃতীয় সেটে ফের একবার সেয়ানে সেয়ানে টক্কর চলে। সেট পুনরায় গড়ায় টাই ব্রেকারে। তবে এখানে আর তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি বোপান্না-ডডিচ জুটি। টাই ব্রেকার, গেম, সেট ও ম্যাচ জিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করেন রাজীভ রাম-জো স্যালিসবারি জুটি। আড়াই ঘন্টার ম্যাচে ৭-৬ (৩), ৪-৬, ৬-৭ (৩) ফলাফলে ম্যাচ নিজেদের পকেটে ভরেন আমেরিকান-ইংলিশ জুটি। তাঁদের পরবর্তী প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ান ম্যাক্স পুরসেল ও ম্যাথিও এবডেন জুটি।

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব, মানকাচরের বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের 'ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান'

মানকাচর (অসম), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে উদযাপিত হয়েছে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উদযাপনের আয়োজন করেছে। এর অঙ্গ হিসেবে আজ মঙ্গলবার অসমের একেবারে আন্তর্জাতিক সীমান্ত জেলা দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ 'ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান' কর্মসূচি পালন করেছে।

ভারত-বাংলা সীমান্তে নিয়োজিত ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা আজ সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত মানকাচরের সাহাপাড়া বিএসএফ ক্যাম্প থেকে কাকরিপাড়া বিএসএফ ক্যাম্প পর্যন্ত ফিটইন্ডিয়া ফ্রিডম রানে অংশগ্রহণ করেন। এতে যোগদান করেন ১০৪ জন জওয়ান। বিএসএফের এই ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান কর্মসূচিতে ৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের কমান্ডেন্ট এমআর মিনা প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডেন্ট সিডি মঘা, সহকারী কমান্ডেন্ট সমসের সিং এবং রাম ধান।

মহতী এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে কমান্ডিন্ট এমআর মিনা সাংবাদিকদের জানান, গতকাল সোমবার মেঘালয়ের তুরায় প্রহরীনগরে অবস্থিত ৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের সদর কার্যালয়ে এই কর্মসূচি উদযাপন করা হয়েছে। একইভাবে আগামী দিনে সীমান্তের শিশুমারা, আসামের আলগা, কুকুরমারা প্রভৃতি এলাকায়ও এই কর্মসূচি পালন করা হবে। আর এই কর্মসূচি পালনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার / কবির / অনীশ / সমীপ

দীর্ঘ ৩৯ বছর কোমায় থাকবার পর প্রয়াত ফ্রান্সের প্রাক্তন ফুটবলার জঁ পিয়েরে অ্যাডামস

পায়ের অস্ত্রোপচারের জন্যে ১৯৮২ সালে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন জঁ পিয়েরে অ্যাডামস। মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়েছিল ফ্রান্স জাতীয় দলের খেলা এই ফুটবলারকে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াতেই গুরুতর ত্রুটির কারণে ৩৯ বছর ঘুম ভাঙেনি অ্যাডামসের। দীর্ঘ ৩৯ বছর কোমায় কাটাবার পর ৭৩ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ফ্রান্সের হয়ে ২২টি ম্যাচ খেলা ফুটবলার জন্ম সেনেগালে। অত্যন্ত প্রতিভাবান পিয়েরে অ্যাডামস ফ্রান্স জাতীয় দলে খেলবার পাশাপাশি দাপিয়ে খেলেছেন ক্লাব ফুটবলও। ফরাসী ক্লাব ফুটবলে নিশ, প্যারিস সা জরমাঁর হয়ে খেলতেন অ্যাডামস। নিশের হয়ে সবচেয়ে বেশী ১২০টি ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। কোমায় থাকা ফুটবলারের প্রয়ানের নিশ জানায় ১৯৭২-১৯৭৬ সালে ফ্রান্সের জাতীয় দলের হয়ে ২২টি ম্যাচ খেলা অ্যাডামসেকে সম্মান প্রদর্শন করবে তারা। সম্মান জানিয়েছে প্যারিস সা জরমাঁও।অ্যাডামস ১৯৮২ সালে পায়ের চোট নিয়ে লিঁওর যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সেখানে তখন চলছে কর্মীদের ধর্মঘট। পর্যাপ্ত ও যোগ্য কর্মী না থাকা সত্ত্বেও প্রাক্তন ফরাসী ফুটবলারের অস্ত্রোপচার শুরু হয়। আরো আটজন রুগির সঙ্গে অ্যাডামসের অ্যানাস্থেসিয়া করেন একজনই। প্রাক্তন ফুটবলারের পর্যবেক্ষনের দায়িত্বে ছিলেন আরেক অনভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী। দুইজনের ঘটানো একাধিক বিভ্রাটের মাশুল চুকোতে হয়েছে অ্যাডামসকে।কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ও ব্রেন ড্যামেজের কারণে দীর্ঘ ৩৯ বছর কোমায় ছিলেন প্রাক্তন ফরাসী ফুটবলার। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি শাস্তি হয় অ্যানাস্থেসিয়া বিশেষজ্ঞ ও ট্রেণি কর্মচারীর।

মহিলা ফুটবলকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা দুরামারিতে

গয়েরকাটা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বানারহাট থানার অন্তর্গত দুরামারি চন্দ্রকান্ত স্কুলের মাঠে মহিলাদের ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে তুমুল বিশৃঙ্খলা ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার।অভিযোগ, ২০ টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও নিম্নমানের খেলা দেখতে হচ্ছে। উত্তেজিত দর্শকরা এদিন চেয়ার ও বাঁশের ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বানারহাট থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায়।

জানা গেছে, ৮ দলীয় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের এদিন দ্বিতীয় দিনের খেলায় কোচবিহার এবং বিন্নাগুরি দুটি মহিলা ফুটবল টিম অংশ নেয়। দর্শকদের অভিযোগ, কুড়ি টাকা দিয়ে টিকিট কেটে সেই খেলা দেখানো হলেও খেলা জমেনি। এতেই হাফটাইমের পর উত্তেজিত দর্শকরা মাঠে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

Short Notice Inviting Quotation

Sealed quotation are invited in 2 (Two) bid system (Technical bid & Financial bid) by the undersigned on the behalf of the Government of Tripura from the reputed and experienced Manufacturer/Supplier/Agent/Authorized Dealer/Firm/ Interest person for Binding of Register different type for use in I.G.M. hospital, Agartala for the year 2021-22.

The quotation form with detailed description of work & terms and conditions will be available from the Medical Superintendent, I.GM. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from **11:00 to 15:00 hours, free of cost upto 13/9/21.**

The quotation would be received at the office of the undersigned upto 5:00 P.M. of 13/9/21 by speed post/Courier Service/By Hand and will be opened on next working day, in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala.

Medical Superintendent
I.G.M. Hospital, Agartala.

ICA-C-2034/2021-22

PNIT NO: ePT46/EE/RD/DIV/KCP/2021-22/7745 Dt 07.09.2021

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 18.09.2021 for 02 (Two) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA-C-2043/2021-22

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
REF. No. F.3 (634)/DLRS/NEZ/2020/P-11/9425
Dated, Agartala 03/09/20211

Tender for supply, installation, Testing and commissioning of 23 (twenty three) nos External Hard disk-10 TB at Directorate of Land Records & Seettlement Palace compound, Agartala, West Tripura Agartala-799001.

The Directorate of Land Records & Settlement invites sealed quotations from reputed Companies / supply agencies for procurement of 2.i (twenty three) nos external Hard disk. The interested Company/ Supplier/Agency may submit their technical and financial bid documents in prescribed format in separate sealed cover.

Detail of specification, terms & conditions may be seen in the Notice Board of the Directorate of Land Records & Settlement, Government of Tripura, Palace Compound, Agartala and which can also be downloaded free of cost from the website https://jami.tripura.gov.in.

Technical & Financial documents sealed in separate covers and marked with Technical/Financial should reach to the undersigned on or before 24.09.2021 at 1300 hrs and the same would be opened on 28.09.2021 at 1500 Hrs. Parties/ representatives of the quotation may remain present at the time of opening of the quotations, if interested. The Director, Land Records & Settlement, Agartala reserves the right to accept or reject any or all the quotation(s) or to relax any of the conditions stipulated without assigning any reason.

Joint Director of Land Records & Settlement
Government of Tripura. Agartala

ICA-C-2028/2021-21

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

উদয়পুর আই. টি. আই.-তে খালি আসনে ভর্তির পরীক্ষা

আই. টি. আই. উদয়পুর ২০২১ সালে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এখনো কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে Walk-In/Spot Admission আহ্বান করা হচ্ছে। ভর্তি FIRST COME FIRST SERVICE এর basis-এ নেওয়া হবে।

শূন্য আসন সম্পর্কিত বিস্তৃত তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষণের সময়কাল	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসন সংখ্যা			
			UR	SC	ST	মোট আসন
1	Architectural Draughtsman – (2 Year)	অংক ও বিজ্ঞান বিষয় সহকারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	07	02	01	10
2	Bamboo Works – (1 year)	অষ্টম শ্রেনী উত্তীর্ণ	19	07	12	38
3	Desktop Publishing Operator - (1 year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	02	0	03	05
4	Computer Operator & Programming Assistant- (1 yr)	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	04 (1 Ex-servicemen)	02	01 (Ex-servicemen)	07
5	Interior Design & Decoration - (1 year)	অংক ও বিজ্ঞান বিষয় সহকারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	06	02	01	09
6	Mechanic Motor Vehicle – (2 Year)	অংক ও বিজ্ঞান বিষয় সহকারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	02	00	02 (1 Ex-servicemen)	04
7	Welder - (1 year)	অষ্টম শ্রেনী উত্তীর্ণ	02	03	04	09

** ভর্তির সময় প্রার্থীদের স্বশরীরে নিম্নলিখিত সমস্ত **Original Certificate** সহকারে উপস্থিত থাকতে হবে এবং প্রার্থীদের সেইদিনেই **Caution Money** ১০০০ টাকা (নগদ), ২ কপি **Photo** ও নিম্নলিখিত সমস্ত সার্টিফিকেটের **Self Attested Photocopy** আই.টি.আই.-এ জমা করতে হবে।

1. Aadhar & Ration Card.
2) Mark sheet & Certificate (TBSE অনুমোদিত বোর্ডের)
3) Caste Certificate
4) Permanent Residential Certificate
5) Bank Account details
6) Birth Certificate/Madhyamik Admit (Age Proof)

** ভর্তির পর সকল প্রশিক্ষনার্থীরা আইটিআই এর নিয়মাবলী মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
** ড্রপ আউটের প্রশিক্ষনার্থীদের **Caution Money** ফেরত দেওয়া হবে না।
** মুদ্রনজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।
**ভর্তি চলবে ০৮/০৯/২০২১ ইং তারিখ থেকে ১৫/০৯/২০২১ ইং তারিখ প্রতিদিন অফিস চলাকালীন সময়ে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

স্বাঃ দেবাশিষ দাস
অধ্যক্ষ, আইটিআই, উদয়পুর
গোমতী ত্রিপুরা

ICA-D-808/2021-22

মঙ্গলবার রাজ্যে এলেন তৃণমুল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গে পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। ছবি নিজস্ব।

তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে রাজ্যে এলেন পশ্চিমবঙ্গের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি আরো জোরদার করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার রাজ্য সফরে আসলেন পশ্চিমবঙ্গের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিনের রাজ্য সফরে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন তারা। ত্রিপুরায় মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন করার লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেছে। বিজেপিকে যেকোনো মূল্যে ত্রিপুরা থেকে উৎখাত করাই তাদের মূল লক্ষ্য। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। একের পর এক ঝাকে ঝাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাংসদ এবং মন্ত্রীরা রাজ্য সফরে আসছেন। মঙ্গলবার সকালের বিমানে রাজ্যে আসেন পশ্চিমবঙ্গের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আগরতলা বিমানবন্দরের তাদেরকে স্বাগত জানান তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতা সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। রাজ্য সফরে এসে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন তিনি এর আগেও রাজ্য সফরে এসেছেন। এ যাত্রায় পশ্চিমবঙ্গের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তারা তিন দিন রাজ্যে অবস্থান করবেন। পুরোপুরি সাংগঠনিক কাজে তাদের এই রাজ্যসভার বলে জানিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কতটা সফল হবে সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ঋতব্রত বাবু বলেন পুরো শক্তি নিয়ে তারা ময়দানে নেমেছেন। রাজের বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা চলছে বলেও তারা জানিয়েছেন।তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ জানান রাজ্য থেকে বিজেপিকে উৎখাত করে মা মাটি মানুষের সরকার গঠন করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

ধর্ষণ মামলায় এক ব্যক্তির কুড়ি বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি বিলোনীয়া, ৭সেপ্টেম্বর।। নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে কুড়ি বৎসরের জেল ও দশহাজার টাকা জরিমানা করে দক্ষিণ জেলার জেলা ও দায়রা বিশেষ আদালত। সাজাপ্রাপ্ত ব্যাক্তি র নাম চিনসা মগ (৪৮) ;বাড়ি বাইখোড়া থানাধীন কলসি মুখ এলাকায়। গত২৯/১১/২০১৯ তারিখ চিনসা মগ এক ওঝা কে নিয়ে দেবদারু মনমোহন পাড়ায় যায় সুবেন ত্রিপুরার বাড়িতে। পাশের বাড়ির তের বৎসরের এক নাবালিকা কে চিনসা মগ ওর বাড়িতে আসার কথা বললে মেয়েটি রাজি হয়ে যায়। কিছুদূর আসার পর রাস্তার পাশে জঙ্গলে মেয়েটিকে জোর পূর্বক ধর্ষন করে। মেয়েটি বাড়িতে গিয়ে ঘটনা জানালে মেয়ের মা ঐদিনই বাইখোড়া থানায় মামলা দায়ের করে। আদালতে ১৬জনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ শুনানির পর মঙ্গলবার বিলোনীয়া জেলা ও দায়রা আদালতে এই মামলার রায় দান করেন মাননীয় বিচারক আশুতোষ পান্ডে।

সততার ব্যতিক্রমী উদাহরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর।। এটিএম থেকে টাকা তুলতে এসে হতভম্ব হয়ে পড়ে দুই যুবক। এটিএম কাউন্টারের মেশিনে আগে থেকেই টাকা বেড় হয়ে আছে। টাকা তুলতে আসা দুই যুবক টাকা গুলি নিয়ে চলে আসে ধর্মনগর থানাতে।পুলিশের হাতে টাকা গুলি তুলে দিয়ে অনন্য নজির সৃষ্টি করে এই দুই যুবক।সমাজে এখনও ভালো লোকের সংখ্যা বেশি। সমাজে ভালো লোকের সংখ্যা বেশি বলেই আমাদের সমাজ ব্যাবস্তা টিকে রয়েছে। উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার চুরাইবাড়ি থানার অন্তরগর্ত লক্ষীনগর গ্রামের সুভাষ চন্দ্র নাথ এবং সমির নাথ নামের দুই যুবক সোমবার সন্ধ্যা রাতে ধর্মনগর শহরে আসে।

ধর্মনগর শহরে আসার পর যুবকদ্বয় ধর্মনগর বাবুর বাজার এলাকাতে অবস্তিত এস বি আই ব্যাঙ্কের এটি এম কাউন্টারে যায় টাকা তুলার জন্য। যুবকরা এটিএম কাউন্টারের এটিএম মেশিনে কাড ডুকাতে গিয়ে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। যুবক দ্বয় দেখতে পায় এটিএম মেশিনে টাকা বেড় হয়ে আছে। যুবকরা প্রাথমিক বিব্রতা কাটিয়ে এটিএম মেশিন সহ টাকা গুলির ছবি তুলে। ছবি তুলার পর টাকা গুলি এটিএম থেকে নিয়ে সোজা চলে আসে ধর্মনগর থানাতে।

ধর্মনগর থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক দয়াল চাকমার হাতে এটিএম থেকে পাওয়া পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেয়। ধর্মনগর থানার পুলিশ জানায় রাতেই থানা থেকে এস বি আই ব্যাঙ্কের সাথে এবিষয়ে কথা বলা হয়। ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ জানায় তারা মঙ্গলবার ব্যাঙ্কে গিয়ে হিসাব মিলিয়ে দেখবে এই টাকা কার। এদিকে যুবকরা জানায় তদন্তক্রমে যাহাতে টাকার প্রকৃত মালিকের হাতে টাকা গুলি দেওয়া হয়। দুই যুবকের শততার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানায় ধর্মনগর থানার পুলিশ সহ এস বি আই ব্যাঙ্ক ধর্মনগর শাখা।এদিকে এটিএম এ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা পাঁচ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে সততা ও মানবতার নজির গড়লো চুরাইবাড়ি লক্ষীনগরের দুই যুবক।

ভারতে করোনা-সংক্রমণ কমে ৩১,২২২, মৃত্যু ৪.৪১-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও ৩০০-র নীচেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১ হাজার ২২২ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ২৯০ জনের। সোমবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪২,৯৪২ জন, সংক্রমণ কমে যাওয়ায় ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৪৮ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৯২,৮৬৪ জন (১.১৯ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১২,০১০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৫,২৬,০৫৬।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩১,২২২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৪৩ জন। ভারতে ৬৯.৯০-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৯,৯০,৬২,৭৭৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) টিকা পেয়েছেন ১,১৩,৫৩,৫৭১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪১,০৪২ জন (১.৩৩ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার হার বেড়েই চলেছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪২,৯৪২ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,২২,২৪,৯৩৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৪৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৯ কোটি ৯০ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। কেরলের কোভিড-পরিস্থিতি রোজই চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১,২২২ জন ও মৃত্যু হয়েছে ২৯০ জনের, শুধুমাত্র কেরলেই সোমবার সারাদিনে সংক্রমিত হয়েছেন ১৯,৬৮৮ ও মৃত্যু হয়েছে ১৩৫ জনের।

করোনার প্রকোপ হ্রাস পেতে পেটেরে তাগিতে রাজ্যে আসছেন ফেরিওয়ালারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। করোনার প্রকোপ কিছুটা কমতেই বহি রাজ্য থেকে ফেরিওয়ালা ,লেপ তোষক তৈরি করার কাজে যুক্ত লোকজনরা রাজ্যে আসতে শুরু করেছে। রাজ্যে ব্যবসা করে তারা বেশ আয় উপার্জন করে বলে জানিয়েছে।

রুটি রোজির সন্ধানে ভিন্ন রাজ্যের যুবকরা ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে শুরু করেছে। তাদের উদ্দেশ্য কমিশনের মাধ্যমে আয় উপার্জন করা। আবার অনেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে এসে বিক্রি করে আয় উপার্জন করে থাকে। বিহার রাজ্য থেকে ৮ যুবক প্রথমে আসে রাজধানী আগরতলা শহরে। আগরতলার জনৈক ব্যাবসায়ী তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে রাজ্যে এনেছে। ওইসব যুবকরা রাজধানী থেকে তেলিয়ামুড়া গামাইবাড়ি এলাকায় এসে আস্তানা গেড়ে বসে। তাদের কাজ হলো সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্ধি গ্রামে গ্রামে ঘুরে লেপ ও বালিশ তৈরি করে দেওয়া। এর বিনিময়ে ওইসব যুবকরা রাজধানীর জনৈক ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে কমিশন পায়।

এটাই হল তাদের আয়-উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম। ওইসব যুবকরা দেড়মাস হয়েছে রাজ্যে এসেছে। তারা এ রাজ্যে থাকবে পুরো শীত মরশুম পর্যন্ত। আর বর্ষাকালে ওইসব যুবকরা ফের তাদের নিজের রাজ্য বিহারে চলে যায়। এমন প্রচুর সংখ্যক বিহারী যুবক এ রাজ্যে এসেছে। তারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে লেপ ও বালিশ তৈরি করে দেয় অর্থের বিনিময়ে। কিন্তু তারা কেবল পায় কমিশন।এতে তারা খেয়ে বেঁচে থাকার পাশাপাশি বাড়িঘরেও টাকা পাঠাতে পারে বলে জানায় ওই সব যুবকরা। লেপ-তোষক তৈরি করতে আসা ঐসব যুবকরা প্রতি বছরই এই মরশুমে রাজ্যে আসে বলে জানিয়েছে। এখান থেকে তারা যা রোজগার করে তার দিয়ে সারা বছর সংসার চালায় বলেও তারা জানায়।

বিশালগড়ের ইন্দিরা চৌমুহনী এলাকায় গত ৫ দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড়ের ইন্দিরা চৌমুহনী এলাকায় গত ৫ দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুতের দাবিতে স্থানীয় লোকজনরা বিশালগড় ইন্দিরা চৌমুহনীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। একটানা ৫ দিন ধরে বিশালগড় এর ইন্দিরা কলোনির বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ নিগমের স্থানীয় অফিসে বারবার যোগাযোগ করেও ইতিবাচক কোনো সাড়া মিলছে না। টানা পাঁচ দিন ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় এলাকার মানুষজন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। বিদ্যুৎ না থাকায় মোবাইল পর্যন্ত চার্জ করতে পারছেন না এলাকাবাসী। প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। কিন্তু তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই বিদ্যুৎ নিগমের কর্মকর্তাদের। বিদ্যুৎ পরিষেবার মান উন্নয়নের নামে বেসরকারীকরণ এর মধ্য দিয়ে পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলা হয়েছে বলে বিদ্যুৎ ভোক্তাদের অভিযোগ। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে পথ অবরোধ করেন। তাদের দাবি বিশালগড় ইন্দিরা চৌমহনীতে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে এলাকাবাসীর। এ নিয়ে বিশালগড় বক্সনগর জাতীয় সড়ক পথ অবরোধ করে রাখেন এলাকার লোকজন। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চললেও দেখা মেলেনি পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে দপ্তরের কর্মকর্তাদের।

তাদের দাবি অবিলম্বে বিদ্যুৎ চালু করতে হবে।তা না হলে জাতীয় সড়ক অবরোধ চলবে। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মকর্তা ও কর্মীদের গাফিলতি ও খামখেয়ালিপনার কারণে বিদ্যুৎ চপলতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে বলেও এলাকাবাসীর অভিযোগ।

একদিনে ভ্যাকসিন পেলেন ১.১৩-কোটির বেশি

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কোভিড-টিকাকরণে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১.১৩-কোটির বেশি মানুষ। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬৯.৯০-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৯,৯০,৬২,৭৭৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

শহিদ জওয়ানের পরিবারকে সরকারি সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর।। ছত্রিশগড়ে মাওবাদিদের বর্বরোচিত হামলায় শহিদ শম্ভু রায়ের পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলেন দেন উওর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক।সোমবার উওর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক ও রাজ্য বিধানসভার উপাধক্ষ্য বিশ্ববন্ধু সেন শহিদের বাড়িতে গিয়ে শহিদ জোয়ানের বাবা দীপক রায় এবং তার মা অঞ্জলি রায়ের হাতে এই চেক তুলে দেন। ধর্মনগর মহকুমার ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার জনৈক দীপক রায়ের ছেলে সি আর পিএফ এর কোবরা কমান্ডু ছিল। গত ৩রা এপ্রিলর রাতে ছত্রিশগড়ে মাওবাদিদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেড় হয়। মাওবাদিদের কাপুরুষচিত বর্বরোচিত আক্রমনে ভাগ্যপুর গ্রামের বির সন্তান শহিদ হয়। রাজ্যের ছেলে শহীদের খবর রাজ্যে আসার পর সমগ্র রাজ্যের জনগন শোকাহত হয়ে পড়েন।

তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ডে জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে সংকট দেখা দিয়েছে। জল সংকট নিরসনে প্রশাসনের তরফ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকার ১৫ নং ওয়ার্ডে জল সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এলাকায় দুটি ডিপ টিউবওয়েল থাকলেও এই ওয়ার্ডের মানুষজন দিনান্তে একবার জল পাচ্ছে বলে অভিযোগ। তবে এই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা জানান আগামী ২০২২ সালের মধ্যে জল সংকট মোচন হবে। উল্লেখ থাকে তেলিয়ামুড়া পুর এলাকার ১৫নং ওয়ার্ডটি ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকা এবং স্লাম এলাকা। এই ওয়ার্ডে দুটি জলের ট্যাঙ্ক থাকলেও ওয়ার্ডবাসীরা তেমন ভাবে জলের সুবিধা পাচ্ছে না। পুর পরিষদ জল সমস্যা নিরসনের জন্য কিছু সংখ্যক প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলে জানান প্রাক্তন চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা। এছাড়া এই ওয়ার্ডটি স্লাম এলাকা হওয়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরও প্রদান করা যাচ্ছেনা ওয়ার্ডবাসীদের মধ্যে। এর পরেও প্রায় ১০০ জন বেনিফিসারীকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রাক্তন চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর এবং জল সমস্যার ব্যাপারটি নিয়ে ১৫ নং ওয়ার্ডবাসীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে বলে এলাকা সূত্রে খবর। যা খোদ প্রাক্তন চেয়ারম্যানও ক্ষোভের ব্যাপারটি নিয়ে ওয়াকিবহাল।

অমরপুরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব এর উপস্থিতিতে অমরপুর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন বহু সংখ্যক ভোটার। মঙ্গলবার অমরপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক মিছিল ও যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন দল ছেড়ে আসাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব সহ অন্যান্যরা।

২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পাখির চোখ করে ত্রিপুরার মাটি আখরে বসে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরাতে সক্ষম হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার অমরপুর সফরে আসনে তৃনমূল নেত্রী সুস্মিতা দেব।তিনি প্রথমে এসে মাতা মঙ্গলচন্ডী মন্দিরে পুজো দেন।সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এই রাজ্যে একটা জুমলা সরকার চলছে। বেকারদের কথা যেই সরকার চিন্তা করে না সেই সরকারের আর দরকার নেই। তিনি বলেন, ত্রিপুরাবাসী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে ২০২৩ সালে বিজেপিকে বিদায় দেওয়ার জন্য।

অমরপুর শহরে একটি মিছিলের মাধ্যেমে একটি দলিয় সভায় যোগ দেয় সেখানে বিভিন্ন দল ছেড়ে আসা কয়েকশ ভোটার।তারা যোগ দেয় তৃনমূল কংগ্রেসে। এদিন তৃনমূলের এই মিছিল ও সভাকে ঘিরে সাধারন মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। তাছাড়াও এদিন সুস্মিতা দেবের সাথে ছিলেন তৃনমুল নেত্রী জয়া দও,পারমিতা সেন সহ অন্যান্যরা।

আগরতলায় আসলেন শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজজী

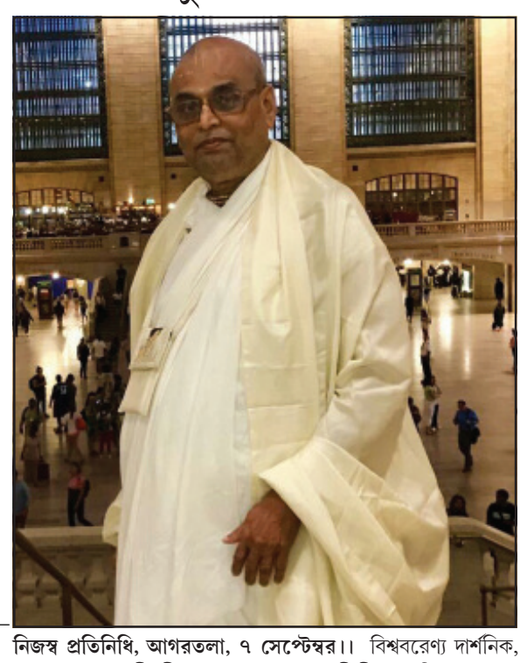

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, ভাগবত গঙ্গোত্তরী শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর মন্ত্রশিষ্য মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজজী ৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আগরতলায় পদার্পণ করেছেনএবং ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২১শনিবার অপরাহ্ন এ কলকাতা প্রত্যাবর্তন করবেন। উপরিউক্ত ৭তারিখ থেকে ১০তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে মহারাজ জী ভাগবতীয় কথা পরিবেশন করবেন এবং ৮,৯,১০সেপ্টেম্বর এই তিনদিন সকালে দীক্ষা প্রদান করবেন।

যারা দীক্ষা গ্রহণে আগ্রহী তারা আশ্রমে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করান। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় ভাগবতীয় কথা শ্রবণের সুযোগ করা হয়েছে।

মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল ও ভদবান দাসকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার আগরতলার কৃষ্ণনগরে বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে তপশিলি মোর্চার উদ্যোগে দপ্তরের মন্ত্রী ভগবান দাস কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারে তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করে তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের একজন সদস্যকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন। দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ভগবান দাসকে। তপশিলি মোর্চার পক্ষ থেকে এ জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তপশিলি মোর্চার পক্ষ থেকে নবনিযুক্ত মন্ত্রী ভগবান দাসকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল এবং মোর্চার রাজ্য সভাপতি টোটন দাস। সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী ভগবান দাস বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার হাতে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল বলেন সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় নতুন মন্ত্রী কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাদের সামনে সময় অনেকটাই কম। তবে সে স্বল সময়ের মধ্যেই জনগণের প্রত্যাশা পূরণে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবেন বলে জানান।

শহরের মেলারমাঠ এলাকায় একটি সরকারি কোয়ার্টার দখলমুক্ত করেছে প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।